শঙ্কর-বিজয়

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত বিরচিত।

সত্যমদ্বৈতং! সত্যমদ্বৈতং!! সত্যমদ্বৈতং!!!

শঙ্কর-বিজয়

(ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মর্ত্তলীলা।)

ধর্ম্মমূলক নাটক।

" শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ, ব্যাসো নারায়ণোহরিঃ।"

* * * * * * *

" ভোগে রোগ ভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং।
মানে দৈন্য ভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্ব্বংবস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃপাং বৈরাগ্য মেবা ভয়ম্।"—
বৈরাগ্যশতকম্।

"কর্ণধার" সম্পাদক
শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত বিরচিত।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্—বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নিউ ক্যানিং প্রেস।

ফাল্গুণ—১২৯৪।

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।
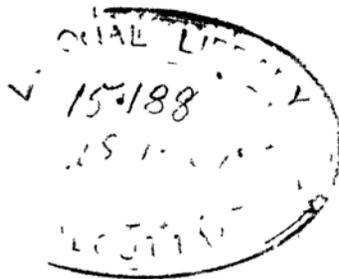
উৎসর্গ।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ

যিনি

স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন,—

প্রলোভনময় সংসারে থাকিয়াও

যিনি আত্মত্যাগী,

যাঁহার ঐকান্তিক অধ্যবসায়

ধর্ম্মহীন পতিত-ভারত

অন্ধচক্ষু রুন্মীলনে সচেষ্টিত,

সেই

পরম-পূজ্যপাদ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, হিন্দুকুল-চূড়া

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহোদয়কে

এই ধর্ম্মগ্রন্থখানি

অতীব ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে

প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা-চিহ্নস্বরূপ

উৎসর্গীকৃত হইল।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

শঙ্কর-বিজয় প্রথমে কর্ণধারে বাহির হয়, এক্ষণে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এখানি ধর্ম্মমূলক নাটক,—সুতরাং ধর্ম্মগ্রন্থও বলা যায়। ধর্ম্ম বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতা চিরকালই আছে। এহেতু ইহার সকল মতের সহিত সাধারণের বড় একটা সহানুভূতি হইবে না—তাহা জানি। তবে আমরা হিন্দু—শাস্ত্রের দাস ;—অথবা ত্রিকালজ্ঞ মহাজনগণের যোগসিদ্ধ বাক্যে ধ্রুব বিশ্বাসই আমাদের ধর্ম্ম। ইহার ব্যতিক্রম করিয়া নিজের মতামত প্রকাশ করা, আমরা বিড়ম্বনা বোধ করি।

এ গ্রন্থে এমন অনেক স্থান আছে, যাহা অনেকেরই একবারে বিশ্বাস-যোগ্য নহে,—অধিকন্তু উপহাস ও নিন্দার বিষয় হইবে। কিন্তু এ স্থলে কর্ত্তব্যানুরোধে বলা আবশ্যক যে, এ শ্রেণীর পাঠকের জন্য এ গ্রন্থ রচিত হয় নাই ; তবে যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু—বিশ্বাস যাঁহাদের অস্থিগত প্রাণ,—তাঁহাদের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, জ্ঞানমার্গের চরম সীমাধিকারী—বেদান্তসিদ্ধ—সার অদ্বৈত বাদী—সাধক চূড়ামণি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের এই ক্ষুদ্র জীবন-চরিত খানি একটু ভক্তির সহিত পাঠ করেন। বলা বাহুল্য, যে, ঘোর নাস্তিকতা ও বৌদ্ধ প্রভৃতি অসদ্ধর্ম্ম হইতে সনাতন বৈদিকধর্ম্ম রক্ষার্থ স্বয়ং শূলপাণি শঙ্কর—শঙ্করাচার্য্যরূপে মর্ত্তভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যাঁহার অমানুষী ঐশীবলে একদিন ধর্ম্মহীন অধঃপতিত-ভারত নবজীবন লাভে সক্ষম হয়,—যাঁহার অলৌকিক ত্যাগস্বীকার—অখণ্ডনীয় যুক্তি—সারগর্ভ উপদেশ ও অদ্ভুত কার্য্যকলাপে একদিন সুদূর হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সমগ্র ধর্ম্মসমাজে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল,—যাঁহার অনন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন মস্তিষ্ক হইতে কত শত অমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ নিঃসৃত হইয়া অদ্যাপিও হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করিতেছে, সেই মহাপুরুষের জীবন-চরিত আলোচনা করিতে কোন্ আস্থাবান হিন্দুর বাসনা বলবতী হইয়া না থাকে ? এহেতু মনে সাহস হয়, গ্রন্থের রচনা মন্দ হইলেও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না। মহৎ বিষয়ের আলোচনায় অন্যের না হোক—অন্ততঃ লেখকেরও সুখ ! এই আশ্বাসেই আশ্বাসিত হইয়া আজ এই পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বঙ্গীয় পাঠকের সম্মুখে এবম্বিধ গভীর ভাবপূর্ণ সুকঠিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। জগতে যশোলাভ অদৃষ্ট-সাপেক্ষ ; সুতরাং তজ্জন্য সদ্বিষয়ালোচনায় নিরস্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে।

পুস্তকের ঐতিহাসিক-ভিত্তি বড় অশক্ত ; অথবা এ কথার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু, ঈদৃশ মহান জীবনের সকল স্থলে সামঞ্জস্য রক্ষা করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। মূল—মহাত্মা আনন্দগিরি ও মাধবাচার্য্য প্রণীত

'শঙ্কর-বিজয়' ও 'শঙ্কব দিগ্বিজয়' উভয় গ্রন্থে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এমন কি আচার্য্যের জন্ম, বাসস্থান এবং পিতামাতার নাম পর্য্যন্তও বিভিন্নরূপ উল্লেখিত হইয়াছে। যাহাহোক ঈদৃশ বিষয়ে মতান্তর হইলেও তাঁহার জীবনের সারলক্ষ্য বা প্রধান প্রধান আবশ্যকীয় বিষয়ে মূলের সহিত কোন প্রভেদ নাই। আনন্দগিরি—আচার্য্যের একজন প্রধান শিষ্য, মাধবাচার্য্য তৎপর বর্ত্তী ও তন্মতাবলম্বী সাধকশ্রেষ্ঠ। ভাবে বিভোর হইয়া ভক্তপ্রাণ ভাবুকদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে আচার্য্যের জীবন-আখ্যায়িকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রধানতঃ এই দুই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া স্থানে স্থানে কয়েকটি ভাবময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। জানি না, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইব।

অনেকের ধারণা আছে, নাটক লেখা অতি সহজ ও অনায়াস সিদ্ধ। কিন্তু তদুত্তরে আমরা বলি, যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন—অতি আয়াসসাপেক্ষ। যদি যেমন তেমন কথার উত্তর প্রত্যুত্তরে নাটক হইত, তবে আর এ কথায় কোন দোষ ছিল না। কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, চরিত্র গঠনের পূর্ণ বিকাশই নাটকের প্রাণ, তখন আর তাহাকে সামান্য বলি কিরূপে? সাহিত্য, উপন্যাস বা কবিতা যাহা কিছু হউক না কেন, সুললিত ভাষার দখলত্বে অথবা বর্ণনা-পারিপাট্যে তাহা এক প্রকার চলনসই হইতে পারে, কিন্তু নাটকে তাহা হইবার উপায় নাই। বক্তার প্রতি উক্তি বা প্রত্যুত্তরে এমন কথাগুলি ব্যবহার করিতে হইবে, যাহা সর্ব্বতোভাবে তৎসঙ্গত অথচ সুললিত ও স্বভাবসিদ্ধ হয়। তদ্ব্যতীত নাটকে আরও অনেকগুলি সুকঠিন নিয়ম আছে; কিন্তু এখানে তাহার বিস্তৃত তালিকা দিতে গেলে, একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। ফল কথা, বহুদর্শী ও সুদক্ষ চিত্রকর ভিন্ন, মাদৃশ জনগণ-পক্ষে নাটক-চিত্র প্রতিফলিত করা সম্ভবপর নহে। তবে উৎকৃষ্ট বস্তু উপভোগ করিতে সকলেরই ইচ্ছা হইয়া থাকে; বিশেষতঃ শ্রবণ ও পঠনে সাধারণের তত চিত্তাকর্ষণ হয় না, কিন্তু দর্শনে সে অভাব দূর করে। এই কারণে কোন রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণের অনুরোধে গ্রন্থখানি নাটকাকারে রচিত হইল। কেবল অভিনয়ের সুবিধার জন্যই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ অবলম্বন করিয়াছি। ইহা যে সাধারণের পাঠ্যগ্রন্থ হইবে, এ আশা করিতে পারি না। নাটকের অনুরোধে কোথাও বা দুই একটি দৃশ্য অধিক সংযোজিত এবং কোন স্থলে বা তাহা পরিত্যজ্য হইয়াছে। নাটক দেশকাল পাত্র ভেদে কার্য্য করে এবং ইহার জন্ম বা উদ্দেশ্য ও এই জন্য। প্রায় নাটককার মাত্রেরই এ নিয়মের বশবর্ত্তী হইতে হয়, কিন্তু এ কথা সকলে স্বীকার করেন কিনা জানিনা। একটু মনে করুন, এ গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠাতেই 'মিয়ামল্লার' রাগিনীতে নারদ গান করিতেছেন; এক্ষণে আপনার প্রশ্ন হইতে পারে, নারদের সময় 'মিয়া' সাহেব কোথা হইতে আসিলেন? তদুত্তরে আমাদের পূর্ব্বোক্ত মতই ইহার সমর্থন করিবে বলিয়াই উহার উল্লেখ করিয়াছি।

নাটকের অনুরোধে পুস্তক খানি অনেক সংক্ষেপে সারিতে হইয়াছে। সমগ্র মত খণ্ডন—সর্ব্বস্থান ভ্রমণ ও সকল কার্য্যকলাপ আলোচনা করিতে গেলে, গ্রন্থখানি ইহার দ্বিগুণেরও অধিক হইত। ইহাতেই আশঙ্কা হয় যে, এক ঘেয়ে রকমই বা হইয়াছে। যাঁহারা আচার্য্যের সমগ্র জীবন-চরিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত মূল ও অনুবাদ পাঠ করিবেন।

প্রুফ্ দেখিবার অনবধানতা বশতঃ বিস্তর মুদ্রণ ভুল হইয়াছে, পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। স্বতন্ত্র শুদ্ধিপত্র দেওয়া বিশেষ আবশ্যক বোধ করিনা। কিমধিকমিতি।

মজিলপুর,
১৫ই ফাল্গুন, ১২৯৪।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত দাসস্য।

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, নারদ, বেদব্যাস, নৃসিংহদেব, বালকরূপী আত্মা, চণ্ডালবেশী বিশ্বেশ্বর।

মায়া (চৈতন্যরূপিণী—পূর্ণব্রহ্ম), নিয়তি, কমলা, বীণাপানি, ভারত জননী, অপ্সরীগণ।

পাপ প্রবৃত্তি—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য।

পুণ্যপ্রবৃত্তি—বিবেক, ক্ষমা, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, দয়া ও শান্তি।

বিশ্বজিৎ বা শিবগুরু [চিদম্বর বা কেরল (মালবর) দেশীয় ব্রাহ্মণ], রামানন্দ (বিশ্বজিতের জ্ঞাতিভ্রাতা), শঙ্করাচার্য্য (বিশ্বজিতের পুত্র বা অদ্বৈত গুরু ভগবান্ শঙ্কর অবতার, গুরুদেব,) ছাত্রগণ, বালকগণ।

পদ্মপাদ, আনন্দগিরি, হস্তামলক, বিষ্ণুগুপ্ত প্রভৃতি—শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ। কুমারিল ভট্টপাদ (কুমার কার্ত্তিকেয় অবতার), মণ্ডনমিশ্র (ভগবান্ ব্রহ্মা অবতার), কাপালিক, শূন্যবাদী, বৌদ্ধগণ, বৈষ্ণবগণ, শিবোপাসকগণ, শিষ্যগণ ইত্যাদি।

বিশিষ্টা (বিশ্বজিতের স্ত্রী ও শঙ্করাচার্য্যের জননী), সারসবানী বা উভয়-ভারতী (শাপভ্রষ্টা দেবী সরস্বতী বা মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী), প্রতিবেশিনীগণ।

শঙ্কর-বিজয়।

(ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মর্ত্তলীলা।)

(ধর্ম্মমূলক-নাটক)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য——মর্ত্তলোক।

(বীণা হস্তে হরি-গুণ গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ।)

গীত।

মিয়ামল্লার——ধামার।

গাও জয়—লীলাময়—অনুক্ষণ।
মজিয়ে অনন্ত-প্রেমে হরি নাম গাও মন।
কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে, গায় যাঁরে সমুদয়ে,
স্থাবর জঙ্গম আদি এই ত্রিভুবন।
সরল শুদ্ধ-অন্তরে, জ্ঞান-যোগ সহকারে;——
প্রেম-অশ্রু-চন্দনে, ভক্তি-ফুল অর্পণে
পূজ তাঁরে, শ্রীচরণে করি আত্মসমর্পণ॥

নার।—বিধির অপূর্ব্ব লীলা—মানস মোহিত!
মরি কি সুন্দর বিধি!
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় জগতের নিত্যকার্য্য;
কত কি হ'তেছে, যেতেছে, কিছু সংখ্যা নাহি তার।
মূল এক তিনি;—
যেই দিকে যাহা কিছু হেরি

সকলি রচিত তাঁর ;—
অনাদি অনন্ত তিনি নাহি তাঁর পার,
অদ্বিতীয় তিনি ভবে একমাত্র সার!
জীব জন্তু, পশুপক্ষী, পতঙ্গ নিচয়,
তরু লতা আদি,
কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাঁরে দেয় পরিচয়।
করিয়ে ভবের খেলা দিন হ'লে শেষ,
হয় শেষে একে একে সেই পদে লয়।
আহা কি গভীর ভাব!—
ভেদাভেদ কিছু নাই চরাচর হ'তে তাঁর
চৈতন্য-স্বরূপ তিনি করেন বিরাজ
ব্যাপিয়ে অনন্ত-বিশ্ব ;—
জীবাত্মা-হৃদয়ে আছেন সতত ব্যাপি,
অথচ পৃথক ভাবে।
অদ্ভুত এভাব সব!—
পবিত্র-অন্তরে যবে করি তাঁরে ধ্যান,
ভাবি তাঁর বিচিত্র-কৌশল—
কার্য্য কলাপাদি,
হই যেন উন্মত্তের প্রায়
চৈতন্য হারায়ে!
মহান প্রেমিক-প্রেমে মজে যাঁর মন,
হয় যেই আত্মহারা,
ভেদাভেদ যায় দূরে অন্তর হইতে,
ভাল বাসে জগৎ জনারে—
করি দূর সঙ্কীর্ণতা ঘৃণিত বাসনা,
সদানন্দে থাকে সদা বিভোর হইয়ে,
ধন্য সেই মহাত্মন—
মোক্ষপদ-উপযুক্ত সেই মহাজন!
নতুবা ঘৃণিত হয়ে ধরম-সমাজে,—

থাকি সদা পাপ কার্য্যে রত,
মিথ্যা—প্রবঞ্চণা—পর পীড়নাদি,
জ্বলন্ত-পাবক সম নরহত্যা পাপ
করয়ে যে মূঢ় জন,
তার সম মহাপাপী নাহি মহীতলে।
ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা থাকায়,
ঈশ্বর-সৃজিত মধ্যে মনুষ্য প্রধান ;
পাইয়ে বিবেক-আলো যাঁহার কৃপায়;
বশীভূত করিয়াছে বিশ্ব চরাচরে,
এবে কিন্তু হায় —
কি দুর্গতি দেখি সে মানবে !
—নিয়ম লঙ্ঘিছে সেই জগৎ পাতার
কৃতজ্ঞ বিহীন হয়ে যত কুলাঙ্গার।
অনায়াসে হায়—
করিছে ভীষণ পাপ ধর্ম্ম শূন্য হয়ে,
সত্য ত্যেজি অসত্যেতে করিছে আশ্রয় !
অহো !
সুখময় মর্ত্তলোকে এই পরিণাম ?
এবে নাহি সেই পূর্ব্বকাল,—
নাহি সে বাল্মিকী, পুণ্যবান তপোধন,
যোগী ঋষি মহাজন ;—
নাহি সে ধার্ম্মিকবর হরিশ্চন্দ্র মহারাজ,
সত্য অবলম্বী রাম নলরাজ,
কিম্বা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির আদি
ধর্ম্ম বীর গণ।
ধর্ম্ম পালিবারে যাঁরা—
তুচ্ছ করি রাজ্য সিংহাসন,
দাস দাসী পরিজন,
ভ্রমিতেন বনে বনে সন্ন্যাসীর বেশে

সহিয়ে কঠোর ক্লেশ।—
নাহি সেই পূর্ব্ব মত যোগ, তপ, আরাধনা
আর্য্যের মাহাত্ম্য।
সনাতন ধরমের হায় কি দুর্দ্দশা!
হেরে বুক ফেটে যায়;—
বৌদ্ধ, জৈন, ক্ষপণক আদি
নানাবিধ বিধর্ম্ম-প্রবাহে—
ভেসে যায় সত্য ধর্ম্ম!
হায় হায় কি হবে উপায়!
দিনে দিনে বিশ্বাস হতেছে ক্ষয়;—
দুর্ম্মতি মানব—আহা কুতর্কে মজিয়ে
গেল রসাতলে!
পরম পবিত্র ধর্ম্ম করি পরিহার,
বিধর্ম্মী হতেছে অহো স্বধর্ম্ম ত্যজিয়ে!
এই ঘোর কলি যুগে—
ধর্ম্ম কর্ম্ম ভেসে যায় বিধর্ম্ম-প্রবাহে,
আসন্ন বিপদে জীবে নাহি পরিত্রাণ,
অহো হায় কি হবে উপায়!

(বিষন্ন ভাবে ক্ষণকাল পরিক্রমণ)

—কি করা কর্ত্তব্য এবে? (চিন্তা করিয়া)
এই এক সদ্‌যুক্তি ইহার;—
সর্ব্বজীব হিতকারী লোক-পিতামহ
যাই সেই পিতার সদন।
" অবশ্য হইবে এর কোন প্রতীকার "
কহিতেছে অন্তরাত্মা মম।

(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে)

হে অন্তর্য্যামি দেব!
তোমার প্রসাদে—
যেন পূর্ণ মম হয় হে কামনা।

গীত।

জীজ্‌মল্লার—ঝাঁপতাল।

হায় বিধি কি ঘটিল মানব-কপালে।
উপায় না দেখি হেন, তরিতে পাতকীগণ,
ভীষণ পাপ-সলিলে।
হে ভব-ভয়-হরণ অকুল-কাণ্ডারী,
যেন সবে পায় কুল লভি ও শ্রীপদতরী,
(এবে) একমাত্র তুমি গতি এ অনলে শান্তি-বারি,
(ওহে) তব প্রেম না সিঞ্চিলে জ্বলে যাবে সমূলে।
[গীত গান করিতে করিতে নারদের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য——ব্রহ্মলোক।

(ব্রহ্মাধ্যানে মগ্ন—অলক্ষিত ভাবে বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রবেশ)

বিষ্ণু।—একি!
গভীর নিমগ্ন ধ্যানে জগতের পতি!
হেরি বাহ্য-জ্ঞান শূন্য!

মহে।—দেখ দেখ!
প্রশস্ত-ললাটে গভীর বিষাদ রেখা;—
মুখে প্রকাশিছে হায় যন্ত্রণা অসীম!
কিহেতু এ ভাব হেরি আজি?

ব্রহ্মা।—(দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে স্বগত)
অহো!
কি হেরিনু হায় মানব-প্রাঙ্গনে!
হায় হায় কি হবে উপায়!
মোর সৃষ্টি-পরিণাম এইকি হইবে শেষে?
লীলাময়!
নারিনু বুঝিতে তব লীলা!
(সহসা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া)

হে জীব-পালক ! ওহে প্রলয়-কারক !
যেই কার্য্যে হয়েছি হে ব্রতী,
অক্ষম হইনু বুঝি পালিবারে তাহা।
নাহি কাজ ভিন্ন জীবে করিয়া স্বজন আর
ইহারি চরম ফল কি হবে না জানি—
হয়েছে সৃজিত যাহা ;
বল হায় কি হবে উপায় ?

বিষ্ণু।—হে বিশ্ব-পূজিত বিধি !
একি ভাব হেরি তব ?
কি দিব উত্তর—হয়েছ আপনা হারা ?
বুঝিয়াছি,
তেঁই এ প্রলাপ-বাক্য হতেছে নিঃসৃত ॥
কে তুমি হে বিধিবর ?
বুঝি নাহি কিছু জ্ঞান,
উন্মত্ত হইয়াছ আপনা হারায়ে ?
চিন্তামনি !
বুঝিতে নারিনু তব লীলা !

মহে।—বুঝিয়াছি মনোভাব তব !
ইহারি কারণে এ ব্যাকুল ভাব ?
যাঁহার ইচ্ছায় কোটি কোটি জীব
সৃজিত হ'তেছে মুহূর্ত্তেকে ;—
যাঁহার ইচ্ছায় রক্ষিত হ'তেছে সবে—
পুনঃ পাইতেছে লয় হলে দিন শেষ !—
মোহিনী-প্রকৃতি—
চন্দ্র সূর্য্য আদি অনন্ত-ভুবন,
যাঁহার আজ্ঞায় সাধিছে আপন কাজ ;—
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়
যাঁহার আজ্ঞায় হতেছে সাধিত ;—
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত চরাচর—

সর্ব্বভূতময় যিনি,
অধীশ্বর একমাত্র অনন্ত-ভুবনে ;—
যাঁহার ইচ্ছায়—
অনন্তে মিশাতে পারে
অনন্ত-সংসার—অনন্ত কালের তরে ;—
নিমিত্তের ভাগী মোরা যাঁহার লীলায় ;—
হেন জনে নাহি পায় শোভা
মরসম ব্যাকুলতা !
নাহিক অসাধ্য তব কোন কিছু-
তবে কেন হও ব্যাকুলিত
সামান্য মানব-তরে ?
তত্ত্বময় !
তবতত্ত্ব কে করে নির্ণয় !

ব্রহ্মা।—অবিদিত কিছু নাহি তোমা দোঁহে—
কেন বৃথা তবে প্রবঞ্চিছ মোরে ?
(মৌন ভাবে নারদের প্রবেশ)

ব্রহ্মা।—এস বৎস !
বহুদিন পরে হেরিনু তোমারে আজ।
একি ! সদানন্দ তুমি—
কেন হেরি তব নিরানন্দ এবে ?
মর্ত্তের বারতা সব ত কুশল ?
কহ বৎস !
অঘটন কিছু ঘটেছে কি মর্ত্তলোকে ?
তব মুখ হেরে হতেছে সংশয় মোর—
কহ ত্বরা অকপটে !

নারদ।—হে পিতঃ——অন্তর্যামী প্রভু !
বৃথা কেন জিজ্ঞাসিছ মোরে ?
তব কাছে কিবা বল আছে অবিদিত ?

বিষ্ণু ও নহে।—কহ বৎস তথাপি যা' জান।

নারদ।—(স্বগত) মরি মরি কি গভীর ভাব!

হয়ে এক তিনরূপে করেন বিরাজ—

সাধিতে ত্রিবিধ কাজ!

(প্রকাশ্যে) কি বলিব অন্তর্যামি!

মর্ত্তভূমে, না হেরি মঙ্গল কিছু।

মানবের দুর্গতি হেরিয়ে—

নাহি আর থাকে জ্ঞান!

দুর্লভ মানব-জন্ম পেয়ে হায় সবে,

পশু সম ব্যবহারে করিছে যাপন।

বিবেক—অমূল্য-নিধি গিয়েছে ত্যেজিয়ে—

ধর্ম্মহীন পশু সম আত্মা হতে!

ধর্ম্ম-চর্চ্চা নাহি আর কারো;—

কুতার্কিক দল বাড়িতেছে দিনে দিনে;—

আস্থাশূন্য হয়ে—

হতেছে নাস্তিক সবে।

আর যা' কিছু বা আছে

নাহিও তাদের পরিত্রাণ!

কোন দল স্বেচ্ছাচারী কর্ম্ম ফল বাদী,*

ঈশ্বর অস্তিত্ব করয়ে স্বীকার নামে মাত্র;

কোন দল লৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডে রত

বাহ্য আড়ম্বর মাত্র সার!

অন্য দলভুক্ত আছে এক;—

ধন, ঐশ্বর্য্য আদি নশ্বর-সম্পদে

এতই উন্মত্ত তারা;—

নাহি সাধ্য বর্ণিবার মোর

সে সবার বিবরণ!

দুর্ব্বল দরিদ্রে তারা

---

* আপন যুক্তি অনুযায়ী কর্ম্ম——শাস্ত্রানুমাদিত নহে।

করয়ে পীড়ন অহর্নিশ;
নাহি মানে পরকাল,
অবিবত পাপকার্য্যে রত
স্বার্থ সাধিবার তরে!
নাহি ভূমণ্ডলে হেন কোন কিছু
পারেনাক যাহা স্বকার্য্য সাধন হেতু!
অথচ বাহিরে ভাণ করয়ে সদাই
ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে।
লৌকিকতা রক্ষা আর সম্মানের তরে—
করে ক্রিয়া কলাপাদি তারা!
এইরূপ বহুবিধ
সারহীন—লক্ষ্য হীন
বিধর্ম্ম-প্রবাহে
ভেসে যায় সত্যধর্ম্ম।
সতাতন বৈদিক ধরমের
হায় কি দুর্দ্দশা এবে!
জ্বলন্ত জীবন্ত-ধর্ম্ম করি পরিহার,
অসার বিধর্ম্ম-শাখা করিছে আশ্রয়—
যত মহাপাপী নারকী দুর্জ্জন।
রাখ দেব দাসের মিনতি!
কর শীঘ্র এর প্রতিকার—
রক্ষা কর তব সৃষ্টি;
পাপ-ভার আর না পারে সহিতে ধরা;
জীবের দুর্গতি দৈব! নারিনু দেখিতে আর;
মুক্তির উপায় কর শীঘ্র মুক্তি দাতা—
নহে বসুন্ধরা যায় রসাতল!

ব্রহ্মা। বৎস!
পর দুঃখ-হেতু কাঁদে তব প্রাণ
জানি আমি;

আমিও ব্যাকুলিত ইহারি কারণ ;
ভাবিয়ে না পাই কোন প্রতিকার। (ক্ষণপরে)
——তবে আছে এক উপায় ইহার ;
ভবধামে যদি কেহ হ'ন অবতারি—
মানব-জনম লভি,
সুনিশ্চয় হয় তবে ইহ'র বিহিত।

মহে। কিরূপ বলহ তাহা বিশেষ করিয়া।

ব্রহ্মা। কি বলিব শশাঙ্ক শেখর!
জানিছ সকলি অন্তরের ভাব মম;
ত্রিলোক-পূজিত তুমি ওহে বিধিবর,
গায় তিন লোক তব যশ-গুণ-গান!
তুমি শিব, অশিব করহ বিনাশ
জানে তাহা সর্ব্ব লোকে ;
ব্রহ্মচারী ত্রিপুরারি করুণা-নিধান,
পর-দুঃখ-হেতু সদা কাঁদে তব প্রাণ।
বিঘ্নহারী ওহে শিব—

মহে। (বাধা দিয়া) কি কর্ত্তব্য বল মোরে——
যদি সাধ্য থাকে মম,
অবশ্য হইবে জেন ইহার বিহিত!

ব্রহ্মা। ক্ষমা কর ওহে হর এই নিবেদন,
বঞ্চনা ত্যজিয়া হও সদয় এখন।
ত্রিলোকের অধিপতি তুমি দেব দেব
সৃষ্টি রক্ষা কর ওহে সত্ত্বগুণে শিব!

মহে। তবে—
হ'তে কি বল মোরে কোন অবতার?

ব্রহ্মা। তা না হ'লে কিরূপে হইব সফল

বিষ্ণু। এতক্ষণে হ'লো সিদ্ধ মম মনস্কাম।

মহে। •(স্বগত)

মনে পড়ে পূর্ব্ব কথা সব;—
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে যা' করিনু কিছু
ধরি নানা বেশ,
এই ঘোর কলি যুগে
করিতে হইবে আরো তাহারও অধিক!
কি উপায়ে অভীষ্ট হইবে সাধন?
জঠোর-যন্ত্রণা পুনঃ হইবে সহিতে—
কি যন্ত্রণা—কি বিষম দায়! (মৌনভাবে অবস্থিতি)

নার। কি ভাবিছ চিন্তামণি?
তব চিন্তা—বুঝিতে নারিনু!

মহে। ভাবিয়ে করিনু স্থির হব অবতার—
লভিয়ে মানব-জন্ম!

নার। (ব্যগ্রভাবে) দেব——দেব!
কোন্ কুল হইবে উজ্জ্বল?

মহে। চিদম্বর নামে আছে স্থান এক—
পবিত্র-ভারতে যথা আর্য্যের নিবাস,
আকাশলিঙ্গ নামে খ্যাত
মম মূর্ত্তি তথা আছে বিরাজিত।
ভাবিয়ে করিনু স্থির—
হব পূর্ণ অধিষ্ঠান তা'তে।

ব্রহ্মা। কি হইবে অতঃপর হর?

মহে। মম উপাসক তথা ছিল একজন
ধর্ম্ম ভীরু অতি,
পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশে লভিয়া জনম,

মনুষ্য-দুর্লভ সদ্গুণ-ভূষণে—
ছিল বিভূষিত সেই পুণ্যবান!
জন্ম জন্মান্তরের কঠোর-তপস্যা-বলে
ভক্তি-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছে মোরে
সে বংশের নর নারী গণ।
'বিশিষ্টা' নামেতে—
মহা ভাগ্যধরী নারী এক জন,
করে মম পূজা ভকতি-অন্তরে অনুক্ষণ;—
যাচে বর সদা মম কাছে
সুসন্তান লাভ তরে।
আশ্বস্ত করেছি তারে 'তথাস্তু বলিয়ে!
এবে ভাবিয়ে করিনু স্থির,
পূরাব বাসনা তার আশাতীত।—
পুত্র রূপে—
আপনি লভিব জন্ম তাহার উদরে।
বিশ্বজিৎ স্বামী তার ভাবী পিতা মম,
সঁপিয়াছে সেও প্রাণ আমার সেবায়।
আহা হায়!
এহেন সেবক সেবিকা জনে—
যদি না পূরাই সুবাসনা,
কলঙ্ক ঘোষিবে সবে মোর,
শিবনাম—
না লবে অন্তরে কেহ আর।
এহেতু করিনু স্থির,
লভিব মানব-জন্ম এ দোঁহা ঔরষে
মর্ত্তভূমে পুনঃ করিবাবে লীলা।
তরাইতে জগৎ-জনারে—
পাপীকুল দল বিধর্ম্মী নাস্তিকে—

"শঙ্করাচার্য্য" নামে হব আখ্যায়িত !
বেদাদি অমূল্য-গ্রন্থ হইবে উদ্ধার ;
স্মৃতি ন্যায় দর্শনালোচনা
হবে পুনঃ আর্য্যভূমে !—
লোক-কুসংস্কার যত হবে বিদূরিত ;
যোগ তপ আদি হবে পুনঃ পূর্ব্বমত ;
সনাতন ধরমের তেমতি আবার
বহিবে প্রেমের উৎস।
শূন্যবাদী—
চার্ব্বাক ও বৌদ্ধমত হবে বিখণ্ডিত।—
মূল কথা পাপাকুল পাইবে উদ্ধার,
বিশৃঙ্খল কিছু না রবে ভারতে—
শান্তি—শান্তি-ধর্ম্ম করিব স্থাপন !!

সকলে। ধন্য—ধন্য দেব !—জয় শিব-জয় !!

ব্রহ্মা। রহিবে মানব ঋণী তোমার প্রেমেতে !

বিষ্ণু। শিব বিনা কেবা করে অশিব বিনাশ ?

মহে। কিন্তু—
মম সঙ্গে যেতে হবে আরো পাঁচ জনে।
কার্ত্তিক হইবে আগে ভট্টপাদরূপী
কর্ম্মকাণ্ড উদ্ধার কারণ ;
ইন্দ্র হবে সুধন্বা রাজন
বৌদ্ধের বিনাশ হেতু।
শেষনাগ হবে পতঞ্জলি
করিবারে সহায়তা উভে।
আর হে চতুর-আনন ! দেব নারায়ণ
তোমাদের ও ছাড়িতে নারিব।

ব্রহ্মা। মোরা ও থাকিতে ডরি শিবহীন স্থানে।

বিষ্ণু। কি আছে মন্তব্য আর বল হে শঙ্কর।

মহে। ওহে দেব চক্রপাণী!
হবে তুমি সংকর্ষণ—
কার্ত্তিকেরে রক্ষার কারণ!
আর গৃহধর্ম্ম করিতে রক্ষণ,
জীবগণে দিতে মোক্ষফল,
দেবগণে করিতে সন্তোষ,
যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কাণ্ডে হবে পক্ষপাতী—
মণ্ডন মিশ্রায় নামে সুবিখ্যাত অতি।
হবে হে বিদ্বেষী তুমি অদ্বৈত বাদেতে
দেখাবারে লীলার মহিমা।
কিন্তু—
ঘুচিবে হে পুনঃ সে বিদ্বেষ-ভাব—
হবে মোর বিশেষ সহায়।
বৈরীর মিলন আমি বড় ভাল বাসি!

ব্রহ্মা। হে ধূর্জ্জটি—
তব লীলা কে বুঝিবে বল!
দাও শিক্ষা জীবে পরীক্ষা করহ—
কিন্তু জানি,——জীবের তুমিই সম্বল!

বিষ্ণু। শিব বিনা এ সংসারে কার গতি আছে?

মহে। বুঝি যদি তোমরাও না থাক তাহাতে।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। হইনু স্বীকার মোরা তোমার ইচ্ছায়।

সকলে। জয় জয়—জয় শিব-জয়!

নারদ। (শঙ্কর-স্তব)

গীত।

খাম্বাজ—একতালা।

জয় হে মহেশ অনাদি দেবেশ ভূতনাথ বিশ্বেশ্বর।
পতিত পাবন অনাথ শরণ ত্রিগুণ ধারণ হর।
কি কব হে তব অপার করুণা, নাহি আছে সীমা করিতে তুলনা,
তুমিই জীবের ভজন সাধনা—গতি মুক্তি দাতা প্রেম-পারাবার।
বুঝিনু ভবের মহা পাপ-ভার, জীবের দুর্গতি ঘুচিবে এবার,
সত্য জ্ঞান-পথ হইবে প্রচার—জয় হে ভোলা শঙ্কর।।

——এবে যাই পিতঃ সুরপুরে আমি—
সুধাইতে জনে জনে এ সুখ বারতা!

ব্রহ্মা। এস বৎস—তোমা বিনা কে আছে এমন!

[এক দিকে নারদ ও ভিন্ন দিকে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য——নন্দন-কানন।

(কমলা ও বীণাপাণীর প্রবেশ)

কমলা।—মরি মরি কি সুন্দর নন্দন কানন!
বীণা।—পুলকে পূরয়ে আঁখি মানস-রঞ্জন!
কম।—এস বসি সুশীতল শতদল মাঝে
মলয় মারুতে স্নিগ্ধ হবে প্রাণ মন।

(উভয়ের উপবেশন)

বীণা।—হের লো কমলে—
আসিছে অপ্সরী বৃন্দ সোহাগে মাতিয়ে।
কম।—ধন্য এ অমর বন শান্তি মধুময়!

(অপ্সরীগণের প্রবেশ ও মধুর নৃত্যগীত)

গীত।

সাহানা——খেম্‌টা।

মরি কি সুন্দর শোভা ভুবন-মন-মোহিনী।
শতদল মাঝে হের কমলা ও বীণাপাণী।
ধন্য এ অমর বন, শান্তি প্রেম জ্ঞান ধন
আছে সদা বিদ্যমান——সুখী মোরা ভাগ্য মানি।
জ্ঞানদা মঙ্গলময়ী, জয় মা সিদ্ধিদায়িনী,
ত্রিলোক-পূজিতা দেবী—নমি আনন্দ-রূপিণী॥

[গীত গান করিতে করিতে অপ্সরী বৃন্দের প্রস্থান

বীণা।—মোরা দোঁহে সবার বাঞ্ছিত।
কিন্তু হায়!
বিধির বিপাকে রহি উভে ভিন্ন ভিন্ন;
কি কারণে ঘটে ইহা বুঝিতে না পারি!

কম।—বিধির নিয়ম বল কে লঙ্ঘিতে পারে?
যা' কিছু করেছি বিধি ভালরি কারণ—
জেনো স্থির মনে।
একাধারে যদি মোরা
অধিষ্ঠান হই মর্ত্তভূমে,
কত অলক্ষণ ঘটে বুঝিতেত পার!
একে জীব তম মোহে উন্মত্ত সতত;
তাহে যদি হই মোরা আয়ত্ত সবার—
হয় হিতে বিপরীত বিষময় ফল!

বীণা।—যা' কহিলা সত্য মানি;
কিন্তু—
প্রাণ কাঁদে ছেড়ে থাকিতে তোমায়!

কম।—আমি কিলো আছি সুখী ইহারি কারণ?

যে করে লো পরাণ ভিতরে,—
জানেন তা' অন্তর্য্যামী কি বলিব আর।

বীণা। ভাগ্যবতী তুমি সতী জগৎ সংসারে
সবাকার পূজ্যা তুমি অবনী মাঝারে।

কম। সে সৌভাগ্য তোমারি—নহে আমার কারণ!
হও সুপ্রসন্না তুমি যাহার উপর,
সম্পদে বিপদে দুঃখে সুখীও সে জন।
নাহি মম হায়—সে পূর্ব্বের দিন আর;
গিয়াছে সকলি চলি সুখ-স্বপন সমান!
শান্তি বিনে আমি—
নারিনু তিষ্ঠিতে মুহূর্ত্তেক কোন স্থানে;
সংসারের পাপ ভার না পারি সহিতে আর।
কি বলিব হায়—
(অন্য মনে) কে ঐ সুন্দরী আসে দিক আলো করে?

বীণা। কৈ—(উভয়ের অবলোকন)
ভারত জননী আসে দিক আলো করে।

(ভারত-জননীর প্রবেশ।)

গীত।

ঝিঁঝিঁট——একতালা।

আজি যে আনন্দ মোর স্বপনে ও কভু ভাবিনে।
বিধাতার কি যে লীলা মাগো কিছু বুঝিনে।
কি কব সে কথা প্রাণ ফুলকর, আপনি প্রেমিক বিশ্বেশ্বর হর,
লভিবে জনম রাজ্যেতে আমার—জীব মুক্তি কারণে।
আঁধার ঘুচিয়ে আলোক আসিবে শান্তি প্রেম-স্রোত সদা উথলিবে,
ধর্ম্ম-রস পানে সবাই মাতিবে—হাসিবে মা নবজীবনে

ভা—জ। সুখের বারতা মাগো কি কহিব আর
প্রেমের লহরী যেন খেলে অনিবার
মম হৃদি-সরোবরে!
তোমাদের গুণে মাগো
ছিনু ভাগ্যবতী আমি অবনী ভিতরে।
কিন্তু হায়!
কালের প্রভাবে কেহ নহে চিরসুখী।
মম ভাগ্যে ও মা ঘটেছিল তাই।—
এবে কিন্তু মোর,
বিধির কৃপায় হ'বে বাসনা পূরণ।
দেব-কুল চূড়ামণী আপনি শঙ্কর,
করিতে মরত-লীলা ধর্ম্মের কারণ—
লভিবে মানব-জন্ম রাজ্যেতে আমার
তরাইতে যত মম কুলাঙ্গার সুতে।
হবে পুনঃ ভারতেতে শান্তির স্থাপন।
মাগো!
আরাধিতে তোমা, হবে সবে লালায়িত,
পাপ তাপ কিছু না রহিবে আর—
মম মুখ পুনঃ হবে মা উজ্জ্বল!
ত্রিদিবে শুনিনু যেই এ সুখ বারতা,
আসিলাম বিজ্ঞাপিতে তোমা উভয়েরে!

কম ও বীণা। চির সুখে থাক সদা করি আশীর্ব্বাদ।

কম। কি দিব গো পুরস্কার তব—
রহিব অচলা আমি সদাই ভারতে
এই মাত্র কহিনু তোমায়!

বীণা।—আমার প্রসাদে—
বিদ্যায় হইবে শ্রেষ্ঠ
তোমার সন্তান গণ অবনী ভিতরে!

ভা—জ। মাগো!

এত দিনে হ'লো মম সার্থক জীবন।

কম।—চল সবে যাই এবে ত্রিদিব ভবন

বন্দিতে সেই দেব দেব ভোলার চরণ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য——ভূলোক—(মায়াপুরী)।

(চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন)

(গম্ভীর ভাবে মায়া উপবিষ্টা——সম্মুখে নিয়তি দণ্ডায়মানা)

মায়া।—(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করণানন্তর)

ধন্যরে নিয়তি তুই অনন্ত-সংসারে,

বলিহারি লীলা তোর অবনী ভিতরে!

নিয়তি।—আমার মা কিবা সাধ্য আছে?

বিনা তব দয়া—

কোন্ কার্য্য আমি করিতে মা পারি?

যে শক্তি প্রভাবে আমি জয়ী ত্রিভুবনে,

তুমি সে শক্তির মূল।

ওমা মহামায়ে!

মোহে জ্ঞানে ব্যাপিয়াছ অনন্ত সংসার;

চলিছে জগৎ ইঙ্গিতে তোমার

ইচ্ছাধীন পুতুলের প্রায়!

মায়া।—নিয়তিরে!

বিশেষ সমস্যা মাঝে পড়েছি যে আমি;—

উপায় না দেখি কিসে পাই পরিত্রাণ।

এক দিকে বিধি অনুরোধ—

জ্ঞানালোক পেয়ে
হোক মুক্ত যত অভাজন।
কিন্তু অন্য দিকে ভেবে দেখি
বিশেষ মঙ্গল কিছু না হবে ইহাতে।
যদি না থাকিত দুঃখ ভবে
হইত কি তবে সুখের আদর ?
বিপরীত দুটি ভাব থাকা চাই জীবে,
তা না হলে কেমনে বা চলিবে জগৎ ?
তাই বলি—
এ চির নিয়ম ভঙ্গে হবে কিবা ফল !
অচিন্ত্য কল্পিত-ভার হবে বা কেমনে ?

নিয়।—ইচ্ছাময়ী তুমি মাতঃ—
যা ইচ্ছা করিবে হইবে সুসিদ্ধ তাহা !
এবে কি বলিব বিধি সন্নিধানে ?

মায়া।—বলো তাঁরে—পেলে পূর্ণজ্ঞান
জীব সৃজনে কিছু না হবে সার্থক।
এই হেতু মোহে জ্ঞানে হইয়ে মিশ্রিত
চলিবে জগৎ—যথা পূর্ব্বাবধি চলে !
তবে শঙ্কর-প্রভাবে
জ্ঞান ভাব হইবে অধিক ;
আলোক হেরিবে যত মহাপাপীগণ
মোহান্ধ নয়ন মেলি ;
এই মাত্র হইবে বিশেষ !

নিয়। যথেচ্ছা তোমার মাতঃ,
এবে আসি তবে আমি
বিধি সন্নিধানে নিবেদিব ইহা।

মায়া।—পূরুক বাসনা তোর করি আশীর্ব্বাদ।

[প্রণাম করণানন্তর নিয়তির প্রস্থান।

(নেপথ্য হইতে পাপ-প্রবৃত্তি—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের বীভৎস বেশে ভয়াবহ নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

পাহাড়ী——একতালা।

মায়ার সন্তান মোরা এ সুখ ধরায়।
মহীতলে জীবগণ, সদা সশঙ্কিত মন,
মোদের প্রভাবে তারা খেলনার প্রায়।
মায়া রাজ্যে মোরা রাজা, সবাই মোদের প্রজা,
উঠে বসে চলে যায়, মোদের আজ্ঞায় রয়;—
লভেছি এ বল মোরা যাঁহার কৃপায়।
গাও জয় সুবে মিলে সে মায়ার জয়॥

কাম।—একিমা!

কি হেতু গো সন্তাপিত হেরি তব আজি?
প্রকৃতি কেন মা হেন হেরি ভিন্ন রূপ?
আমার প্রভাব মাতঃ যাইলে কি ভূলে?
আমি কাম—পরিচয় কি দিব গো আর—
চিনে সেই ভুক্তভোগী বিশেষ আমায়,
জীবের অন্তর সদা কেমনে পোড়াই!
আমা লাগি কেনা মজে এই মহীতলে?
কেনা পুড়ে অন্তর্ভেদী কটাক্ষ-অনলে?
জীবগণ আমার যে ক্রীড়ার পুতলি!
জান তুমি সব মাতঃ কি বলিব আর—
আমার কি কোন কার্য্যে হয়েছে শিথিল?

ক্রোধ।—ধরাতল করতল মম;—

চক্ষের নিমিষে ছারখার করি ত্রিসংসার!

কেনা ডরে ক্রোধ নাম শুনি ?
আমাছাড়া কোন্ জীব আছে অবনীতে ?
লোহিত মূরতি মম——লোহিত বরণে
ভীষণ লোহিতবর্ণ করি সর্ব্বস্থল !
মাগো !
নূতন কি পরিচয় দিব তব কাছে—
অপরাধী হয়েছি কি কোনও কারণে ?

লোভ।—কিছুতেই মম না পূরে কামনা !
আমি লোভ—আছি এই অবনী ব্যাপিয়ে—
ত্যেয়াগিয়ে মোরে কে পায় উদ্ধার ?
জীবগণ বড় ভালবাসে মা আমায়;
আমিও গো আগু পাছু রহি তার সাথে—
দিয়ে বাধা শুভ কাজে অশেষ প্রকারে !
হয়েছে কি মম কার্য্যে কোন বিশৃঙ্খল ?

মোহ। আচ্ছন্ন করি মা সদা তব চক্র জালে—
জীবগণে টানি লয়ে তাহার ভিতর;
'আমার আমার' মাত্র এই বুলি ধরি—
করি নষ্ট ইহ পরকাল !
মোহ নাম মম;—
সেই মত কর্ত্তব্য ও পালি আমি ভবে !—
জীব মাত্রেই কেনা বল আমার অধিন ?
আমার কি ব্যতিক্রম হয়েছে মা কাজে ?

মদ।—"আমি বড় আমি বড় এই মাত্র জানি
আমা মম কেবা আছে এধরায় ?"
এই মূল মন্ত্র মোর !—
ইহার প্রভাবে মা গো
কোন্ জীব উন্মত্ত না বল ?
আছে কেবা মমবাধ্য হীন ?

কত রাজ্য রাজধানী পণ্ডিত সুজন
গ্রাসি সদা এই দম্ভ ভরে!
কোন্ জন আমা ছাড়ি পায় পরিত্রাণ?
মদ নাম ধরি,—
সেই প্রজ্বলিত মদে পোড়াই এ মহীতল!
মাগো!
আমা হেতু ঘটেছে কি কোন ও অহিত?

মাৎ। "আমি সত্য—এই মত শুনহ সবাই
আমা ভিন্ন সবাই অজ্ঞান—
আমা যুক্তি ভিন্ন নাহি সত্য কিছু"

এই সুশাণিত সিদ্ধ অস্ত্র মোর।
এই বলে বলী আমি সবারি প্রধান।
মাগো! বল দেখি—
কোন্ জীব নাহি ভাবে আপন শ্রেষ্ঠতা?
আমা ছাড়ি কে আছে অন্তরে?
আত্মশ্লাঘা নিজ মুখে কি করিব আর।
কিন্তু মা! সাহসি বলি এ কথা
মম কার্য্যে করে গতিরোধ—
হেন কেহ নাই এই ধরিত্রী মাঝারে।
কাম ক্রোধ আদি—
সকলে এড়াতে পারে অভ্যাস কৌশলে;
কিন্তু মম অনিবার্য্য তেজ
করিতে নিস্তেজ,
সহজেতে বড় পারেনাক কেহ।
দর্প করি পারি মা বলিতে—
আমিই কেবল মাত্র সবারি প্রধান;
জীবগণ আমারি অধিন!
থাকিতে মা আমি

ভাবনার কিবা হেতু তব ?
বল প্রকাশিয়ে
মম কার্য্যে ব্যতিক্রম হয়েছে কি কিছু ?—
সেই হেতু হেন ভিন্ন ভাব ?

সকলে।—বল মাগো! বিলম্ব না সহে
নারি আর এ ভাবে রহিতে।

মায়া। না বৎসগণ!
তোমাদের কোন মাত্র দোষ নাহি দেখি—
আত্ম ভাবে এবে আমি রয়েছি মগনা।
(সহসা স্বর্গীয় আলোক প্রকাশ)

কাম।—একি!
অকস্মাৎ মম মন কেন হয় ভাত ?

সকলে। (বিস্ময় সহকারে)
কোথা হ'তে আসিল এ আলো ?
কেন সবাকার মন মাগো হয় উচাটন ?
(অস্ফুটস্বরে চীৎকার ও কম্পন)
——রক্ষা কর মাগো ভয়ে প্রাণ যায়!

মায়া। কিছু ভয় নাহি বাছাগণ—
হও স্থির সবে!

অনতিদূরে পুণ্য-প্রবৃত্তি—বিবেক, ক্ষমা, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, দয়া ও শান্তির প্রবেশ, সহসা দৃশ্য পরিবর্ত্তন—মায়াস্বর্গ ও মায়ার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি—চৈতন্য রূপিনী হওন; পাপ প্রবৃত্তিগণের অধিকতর বিস্ময়াপন্ন ভাবে ও ভীত মনে পরস্পরের প্রতি অবলোকন।

মায়া। (অগ্রসর হইয়া)
আয় সবে মোর প্রাণ প্রিয়ধন—
এতক্ষণে হলো মম বাসনা পূরণ।

বিবেক। আইনু মা আরাধিতে তোমা
মিলি সব সহচর গণে।
হও সুপ্রসন্না তুমি যাহার উপর,
জগৎ সংসারে তার কিসের অভাব ?
সম্প্রতি
স্মরণ লইনু মাগো এক ভিক্ষা তরে।

মায়া। কিবা ভিক্ষা তোমা সবাকার ?
কিসের অভাব—কিবা প্রয়োজন ?

বিবে। মাগো!
তোমার করুণা বিনা কি হইতে পারে ?
হে চৈতন্য রূপিণী—শিব শুভঙ্করি
জীব প্রতি চাহ মুখ তুলি !
শঙ্করি মা—
তোমা বিনা কি করে শঙ্কর ?

মায়া। শঙ্কর লভিল জন্ম তরাইতে জীবে
ভাল কথা ;
তবে মোরে কিবা প্রয়োজন ?

ক্ষমা। ক্ষমাময়ী ক্ষেমঙ্করী তুমি মা জননী,
জীবে ক্ষমা তোমা বিনা কে করিবে বল ?

সন্তোষ। আনন্দ রূপিণী তুমি সদানন্দময়ী
কে করে মা তোমা বিনা সন্তোষ প্রদান ?

শ্রদ্ধা। চৈতন্য রূপিণী মাগো শ্রদ্ধাময়ী সতী—
শ্রদ্ধা বিনা কিসে জীব পাবে পরিত্রাণ ?

দয়া। দয়াবতী ওমা তারা করুণা দায়িনী
দয়া বিনা—কেমনে মা চলিবে জগৎ ?

শান্তি। শান্তিময়ী তুমি শক্তি ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে
কে করে মা তোমা বিনা শান্তি বারি দান ?

বিবেক। (সকাতরে কৃতাঞ্জলিপুটে)
হে কাত্যায়নি—ব্রহ্ম সনাতনি!
বাঁচাও সত্বর জীবে দিয়ে জ্ঞানালোক;
তোমা ভিন্ন অন্য গতি নাহি যে-মা আর।

মায়া। বুঝেছি জেনেছি আমি পূর্ব্ব হ'তে সব!
হে পাপ—হে পুণ্য-প্রবৃত্তি নিচয়!
এস সবে মিলি' এক এক করি—
মম হৃদয়-আগারে হও লীন সবে।
জানাইতে আজি তোমায় সবারে
প্রকাশিনু গূঢ়ভাব মম,
তোমা উভে নহ ভিন্ন কিছু;—
জানেনা জগৎবাসী
তেঁই অনাদর—সমাদর করে!
মহান যে জন—
ভিন্ন ভাব কিম্বা ভিন্ন অর্থ নাহি তার;
ক্ষুদ্র জনার মন
নাহি হয় পরিতোষ তাতে;
নিজ প্রকৃতির মত দেখে সবে ভিন্ন ভাবে;
কিন্তু পাপ পুণ্য বলে
নাহি ভূমণ্ডলে ভিন্ন বস্তু কিছু;

একেতেই দুই হয়—দুয়েতেই এক

ভ্রান্ত জীব—
না বুঝে ইহাই করে বৃথা গোলযোগ।
তোমা উভয়েরে বিহীন যে জন
সেত নহে কিছু—জগত-কীটাণু।
তার কাছে সুবিচার নাহিক সম্ভবে।
মহান যে জন—
পাপ পুণ্য সমজ্ঞান তার;

স্বর্গ এইই তার সংসার মাঝার !
কিন্তু যবে তার মন ধরে ভিন্ন ভাব
অশান্তি অপ্রীতি আসি করে অধিকার—
করি হায় মানস বিকার,—
পাপ পুণ্য ভেদজ্ঞানে ;
সেইই নরক তার দুঃখের নিবাস।
ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নাই—
জেনে সবে স্থির মোর প্রিয় বৎসগণ !
নিয়তি অধীন জীব—অজ্ঞ-সম্প্রদায়ে
সকলি বুদ্ধির খেলা জেনো সুনিশ্চয়।
একই তোমরা আমারি সবাই ;
এস তবে মিলি করি একাকার—
ওহে পাপ—পুণ্য প্রবৃত্তি নিচয়—
সকলেরি মান আমি রাখিব বজায় ;
তোমাদের যে কর্ত্তব্য করহ পালন !

(সহসা নিবিড় অন্ধকার)

(গম্ভীর স্বরে) মনে পড়ে এবে সেই সব কথা ,—
অসীম ব্রহ্মাণ্ড যবে ছিল আঁধারেতে
এরূপ করিয়া গভীর আঁধারে—
ভেদাভেদ হীন সব একাকারে—
ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম !
না ছিল মেদিনী চরাচর আদি
চন্দ্র সূর্য্য তারা অনন্ত প্রকৃতি ;
জীব-ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিচয়
কিছুই ছিল না,—
কেবলি আঁধার—গভীর আঁধার
অনন্ত ব্যাপ্ত না ছিল সীমা !
সহসা উজ্জ্বল জ্যোতি আসি তথা

সে আঁধার তবে করিল দূর ;—
সেই ত সে আমি—এখনও ত আমি
এ ভাব কেন বা হ'ব বিস্মরণ ?

পূর্ণ দীপ্তি সমুজ্জল আলোকে দৃশ্য পরিবর্ত্তন—ব্যোমপথ—অনন্ত নীলিমাময় স্থান ; একাধারে প্রকৃতি ও পুরুষ (হরগৌরী) মূর্ত্তির আবির্ভাব।

——এই ত সে আমি কোথা মম পুরী ?
কোথা পাপ—কোথা পুণ্য-প্রবৃত্তি নিচয়।
——কৈ! কোথা কিছু নাহি দেখি ?
একি—সব একাকার!
এ গভীর ভাবে হ'বে জগৎ চালিত!

[সহসা বিলীন হওন।

(অন্তরীক্ষে দেবগণ অদৃশ্যভাবে সমস্বরে)

জয় রূপ-গুণ-বিবর্জ্জিত নিত্যানন্দ-জয়—
জয় আদি-অন্ত-মধ্যহীন শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়।।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য——উদ্যান।

(কয়েক জন বাল্য-সহচরের সহিত শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। দেখ ভাই! কেমন সুন্দর ফুল গুলিন ফুটেছে ;—সমস্ত বাগান যেন আলো করেছে!

১ম বালক। আয় ভাই! এই গুলো তুলে মালা গাঁথি।

শঙ্কর। ছি ভাই! এমন কাজ কি কর্‌তে আছে ? আমাদের প্রাণে আমোদ আছে, আর ওদের কি নেই ? আমাদের গায় কেউ একটু চিম্‌টী কাট্‌লে কত ব্যথা হয়, আর ওদের ছিঁড়ে ছুঁচ দিয়ে বিধ্‌লে কি কষ্ট হয় না ?

১ম। তোর ভাই যত উল্টো কথা! আমারা মানুষ আর ওরা কিনা গাছের ফুল! আমরা আর ওরা? ওদের গায় কি রক্ত আছে, না ওদের প্রাণ আছে? তুই ভাই ভারী খ্যাপা!

শঙ্কর। না ভাই! তা বল্লে শুনবো কেন? আমি গুরুদেবের কাছে শুনেছি, সকলে চৈতন্যবান;—সকলেরি চৈতন্য এক ভাবে অনন্ত ব্যেপে আছে; তা ভাই এ ফুল কি সেই অনন্ত ছাড়া? আর ভাই বল্লে হয়ত তোমরা হাস্‌বে, আমরা যেমন কথা কই, ফুল ফল, গাছ-পালাও সেইমত কথা কয়ে থাকে। তবে আমরা শুন্‌তে পাই না, তার কারণ আমাদের সে শোনবার শক্তি নেই!

২য়। তোর ভাই যত আজগুবি কথা! যা' হোক তুমি এ ফুল তোল বা তোল, আমরা কিন্তু তুলে মালা গাঁথবো!

শঙ্কর। আচ্ছা দেখ! মালা গেঁথেই বা কি লাভ হবে? খানিক পরেই ত এ শুকিয়ে নষ্ট হবে, তার পর টেনে ফেলে দেবে। কিন্তু দেখ! এই গাছে থাক্‌লে বাতাসে কেমন গন্ধ ব'বে, বাগানের কেমন বাহার হবে; কত মৌমাছি এর মৌ খেয়ে জীবন ধারণ কর্‌বে। যা এত গুলি দরকারে লাগ্‌বে, সেই ফুল আমরা একটু আমোদের জন্নেই বা নষ্ট করি কেন?

৩য়। ও ভাই! এই দেখ্‌রে একটা বক কেমন চোক বুজিয়ে ঐ পুকুরের ধারে বসে আছে। আয় ভাই,—তেগে তেগে এক একটা ঢিল ছুড়ি; যদি মার্‌তে পারি, ত ঘরে নিয়ে যাব। (ঢেলা প্রহারোদ্যোগ)

শঙ্কর। ও কি ভাই। তবে তোমরা থাক, আমি ঘরে যাই। আহা! অমন পাখী—ও তোমাদের কি অনিষ্ট করেছে যে মার্‌বে? তোমাকেও যদি বিনা দোষে কেউ অম্নি করে মারে, তবে তোমার কি কষ্ট হয় বল দেখি? দেখ আমরা যাঁর সৃজিত, ওরাও তাঁরি; তবে আমরা কেন অকারণে ওদের পীড়ন করি?

২য়। তুই ভাই নিতান্ত খেপ্‌লি দেখ্‌ছি।

শঙ্কর। তোমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন আমি চিরকাল এই রকম খেপাই থাকি।

১ম। আচ্ছা শঙ্কর ভগবান আবার কেরে?

শঙ্কর। এই পৃথিবী যাঁ'র! যিনি এই সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করেছেন, যাঁহা

হতে আমরাও মানুষ হয়ে জন্মেছি, যিনি আমাদের সকল সময়েই রক্ষা কচ্ছেন;—আর ভাই যিনি পরম দয়ালু, অপক্ষপাতী, পাপপুণ্যের বিচার কর্ত্তা, তিনি অনন্তদেব ভগবান।

৩য়। আচ্ছা শঙ্কর! তুই ভাই মাঝে মাঝে ও চোক বুজিয়ে কি ভাবিস্ রে?

শঙ্কর। ভাবি এই—"আমি কে—কোত্থেকে কিজন্যে এখানে এসেছি,—ফের যাবই বা কোথা—আর আমার কাজই বা কি?' ভাই এ সব মনে মনে ভাব্তে আমার বড় ইচ্ছা হয়।

৩য়। শঙ্কর! তুই ভাই সেই গানটী একবার গানা?

শঙ্কর। কোন্ গানটী ভাই?

৩য়। সেই যে, তুই যেটি নিজে তৈয়েরি করেছিস্?

শঙ্কর। আচ্ছা—তোমরাও ভাই তবে আমার সঙ্গে গাও।

১ম। আমরা যে ভাল জানিনে।

শঙ্কর। তা হোক—আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও ভাই।

সকলে। গীত। পিলুবাঁরোয়া—পোস্ত।

ও মন আর কতদিন রবে মায়া ঘোরে।
নয়ন মেলে দেখ্ রে ও তুই কেউ নাই সংসারে।
যে সবারে জানিস্ আপন, পিতামাতা দারা স্বজন,
নাহি রবে কোরও জন—সময়ে পলাবে রে।
বিপদে তোর যে রক্ষিবে, ভবপারে লয়ে যাবে,
ডাকরে সদা সে বান্ধবে—অকুল কাণ্ডারীরে॥

১ম। চল্ ভাই সব বাড়ী যাই—অনেক বেলা হয়েচে।

শঙ্কর। তোমরা একটু এগোও ভাই আমি কিছু পরেই যাচ্ছি!

(অন্যান্য বালকের প্রস্থান)

"অনেক বেলা হয়েছে" প্রকৃত আমারও অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়েছে! আসল কাজেই বাকী; নকল কাজেই মেতে আছি। হে প্রাণের প্রাণ অন্ত দেবতা! তুমিই জান—কবে আমার চৈতন্য হবে! (চক্ষু মুদ্রিতাবস্থায় ধ্যান)

(বিশ্বজিতের প্রবেশ)

বিশ্ব। (স্বগত) এই দেখ, আমি এদিকে চারদিক খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর ও কিনা চোক বুজিয়ে এখানে বসে আছে! ভগবন! যদি দীনের ভাগ্যে এ দুর্লভ ধন মিলেছে, তবে আবার তাকে বঞ্চিত কর্‌তে ইচ্ছা কর কেন? অন্ত-র্য্যামি! তোমার লীলা কেমন করে বুঝব? শিবহে তুমিই সত্য, সকলি তোমার ইচ্ছা! (প্রকাশ্যে) বলি শঙ্কর! তুমি রাত দিন যেখানে সেখানে চোক বুজিয়ে ও ভাব কি? তুমি যে দেখ্‌চি আমার নিতান্ত অবাধ্য হয়ে উঠ্‌লে? ব্যাপারটা কি বল দেখি? এখন এস—খেতে দেতে কি হবে না?

শঙ্কর। হাঁ বাবা—চলুন যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—বিশ্বজিতের বাটীর অন্তঃপুর।

(মধ্যস্থলে বিশিষ্টা ও চতুদ্দিকে প্রতিবেশিনীগণ উপবিষ্টা।

১ম প্রতি। বাছা! তোমার মত ভাগ্যধরী কে আছে বল দেখি? যার অমন সোনার চাঁদ বুক জুড়ানে ছেলে, তার আবার কিসের ভাবনা? তোমরা স্ত্রী পুরুষে হত্যা দিয়ে মহাদেবের কাছে যেমন ছেলের জন্যে কেঁদে ছিলে, ভগবান তেমনই তোমাদের মনস্কাম পূরিয়েছেন!

২য়। তা আর বল্‌তে; আহা! বাছা যেন দিন দিন পূর্ণশশী কলার মত বাড়্‌ছে রূপ দেখে প্রাণ ভোরে যায়। গুণেরি বা সীমা কি! বল্‌তে কি আমার বোধ হয় শঙ্কর যেন কোন দেবতা—শাপ ভ্রষ্ট হয়ে এ পাপ সংসারে এসেছে; তা না হ'লে এ কচি বয়সে কি কারো এত গুণ হয়? তা' বাছার শরীরে যে সব শুভ লক্ষণ আছে, তা দেখে সকলেই বলেছে, যে শঙ্কর একজন সাধারণ মানুষ নয়। যাহোক বিশিষ্টা তুমিই সুখী।

৩য়। তার আর ভুল কি; এমন ছেলের মা বাপ হওয়া বড় কম সুকৃতির ফল নয়! আহা! শঙ্কর আমাদের যেন সত্যই শঙ্কর! কি অমায়িক কি ধীর! এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি, বাছা যেন দীর্ঘজীবী হ'যে তোমা-দের মুখ উজ্জ্বল করে!

বিশিষ্টা। দিদি তোমাদের এই শুভ আশীর্ব্বাদ যেন আমার সফল হয়; কিন্তু আমার কপালে কি সে সুখ ঘট্‌বে?

১ম। বালাই এমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে? এই দেখ্‌তে দেখ্‌তে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাছা কত বড়টী হয়েছে! এরি মধ্যে-কত লেখা পড়া শিখেছে, এমন কি বড় বড় অধ্যাপকও হার মেনে গেছে। আহা! মা স্বরস্বতী যেন শঙ্করের কণ্ঠাগ্রে বাস কর্চ্ছেন! তা না হবে কেন? কেমন বংশ! যাহোক বাছা বৌমা! তোমার পূর্ব্ব জন্মের অনেক পুণ্য ফলে এমন ছেলের মা হয়েছ। এই যে নাম করতে কর্‌তে বাছা এই দিকে আস্‌ছে।

(ধীরভাবে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ]

শঙ্কর। মা খিদে পেয়েছে; আমার কি খাবার আছে দাও!

বিশিষ্টা। বাবা, তোমার যে খেতে অবকাশ হয়েছে এই ঢের।

(বিশিষ্টার গৃহান্তরে প্রস্থান ও কিছু খাদ্য দ্রব্য সহ পুনঃ প্রবেশ; শঙ্করের গ্রহণ ও ভক্ষণ)

১ম। তোমার কি বাছা দিন রাত পড়ানিয়ে থাকতে হয়—একটুও কি জিরুতে নেই

শঙ্কর। না ঠাকু'মা তা' নয়; আজকের পড়ার জন্যে দেরি হয়নি, বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলেম, তা'তেই দেরি হয়েছে। আপনারা তবে বসুন আমি গুরু দেবের কাছে যাই! [প্রস্থান।

১ম। আহা বাছার কেমন মিষ্টি কথা এমন ছেলে কি লোকের হয় গা!

বিশিষ্টা। তোমারা অত ভাল বল্ছ বটে, কিন্তু আমার কপালে যে ও বাঁচে এমন বোধ হয় না। যে দিন এক গণক নাকি শঙ্করের হাত দেখে বলে গেছে যে, শঙ্কর আমার একজন সাধারণ মানুষ নয়; কিছু দিন পরে বিদ্যা বুদ্ধিতে যেন বৃহস্পতির সমান হবে, আর যশে মানে সমস্ত দেশে বিখ্যাত হয়ে পড়্‌বে। কিন্তু সে সর্ব্বনেশে কথা মনে হ'লে সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দেয়,—আমায় আর 'আমি' থাকি না! (দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে) ভগবান! যদি তাই সত্য হয়, তবে আমার দশা কি হ'বে?

২য় কি কথাটাই বল শুনি, তার পর দুঃখ করো!

বিশি। বল্‌বো কি বাপু! সে কথা মনে কর্‌লে কি আর জ্ঞান থাকে? শঙ্কর আমার না কি—কিছু দিন পরেই গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে সন্ন্যাসীবেশ

ঘরে দল বেঁধে দেশে দেশে বেড়াবে—আর ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়ে সমস্ত পাপীকুল উদ্ধার কর্‌বে! এই ধর্ম্মই নাকি তার জীবনের লক্ষ্য! আর এই কর্‌বার জন্যই নাকি শঙ্কর জন্মেছে! তা'হবে—নইলে এ খেলে বেড়াবার বয়সে এত চোক বুজিয়ে ভাবে কেন; আর সংসারেই বা এমন বিরাগ কেন? তা বল দেখি এ সব জেনে শুনে কি স্থির থাক্‌তে পারি?

২য় প্রতি। হ্যাঁ—তুমি ও যেমন, একটা গণকের কথায় বিশ্বাস করে মনে মনে গুম্‌রে গুম্‌রে মর আর কি!

৩য় প্রতি। তা বৈকি! ওদের কথা যদি সব সত্যি হ'ত, তা হলে আর ভাবনা ছিল কি! ঐ যে সেদিন আমাদের বসন্তের হাত দেখে বলে গেল যে তার দুটী ছেলে আর একটী মেয়ে হ'বে! তা দেখ! ছ' মাস না যেতে যেতে বাছার কি দশা হয়েছে!

১ম। তা' সে যাহোক—সে গণকের বাড়ী কোথায়?

বিশি। ওগো! তা কি কিছু জানি।—সে দিন "আবার অন্য একদিন আস্‌বো" বলে যে কোথায় গেল, তার ঠিকানা নেই। কর্ত্তা কত জায়গায় সন্ধান করালেন কিন্তু কেউ তার খবর বল্‌তে পার্লে না।

১ম প্রতি। তা আর বাছা ভেবে কি কর্‌বে বল? যা কপালে আছে, কেউ তার খণ্ডন কর্‌তে পার্‌বেনা। এখন এক মনে রাতদিন মধুসূদনকে ডাক—তিনিই রক্ষা কর্‌বেন! যাও বাছা—এখন ঘরের কাজ কর্ম্ম করগে; মিছে মিছি ভেবে আর কি করবে বল?

৩য় প্রতি। আমরা তবে উঠ্‌লেম।

১ম প্রতি। বস গো তবে বৌমা।

বিশি। এস!

(এক দিকে প্রতিবেশীনীগণের প্রস্থান ও ভিন্ন দিক দিয়া বিশ্বজিতের প্রবেশ)

বিশ্ব। তাইত হলো কি! গতিক যে বড় ভাল দেখি না। শঙ্করের বর্ত্তমান লক্ষণ দেখে মনে বড় আশঙ্কা হয়েছে। এই কিশোর বয়সেই সংসারে বিরাগ—সর্ব্বদাই বিষণ্ণ গম্ভীর ভাব! শেষে কি সেই দেবতুল্য জ্যোতিষীর কথা কার্য্যে

পরিণত হবে? শিবহে তোমারি ইচ্ছা! আর ভেবে কি কর্‌বে বল? দেখি কোন সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা সস্ত্যয়ন করে গ্রহশান্তি করাই; যদি কোন শুভ ফল দাঁড়ায়।

বিশি। এখন কি বলে মনকে প্রবোধ দেই? হা ভগবান! তোমার মনে এই ছিল? এত কষ্ট দেখে যদি একটী মাত্র ও দিলে, তবে আর কেন সে ধনে বঞ্চিত কর? শিবহে তুমি দয়াময়! দেখো শেষে যেন তোমার দয়াল নামে কলঙ্ক না হয়!'

বিশ্ব। আমি মনে মনে এক সদুপায় ভেবেছি; শীঘ্র কোন সদ্বংশজাতা সুশিক্ষিতা কন্যার সহিত শঙ্করের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করে দেব; তা হলে বোধ হয় অনেক পরিমাণে সুমঙ্গল হতে পারে। কি বল তুমি—এতে তোমার মত কি?

বিশি। স্বামিন্! তুমি যা ভাল বুঝেছ, তাতে কি আমার অমত হতে পারে?

বিশ্ব। তবে সেইই ভাল। এই আগামী মাসের মধ্যেই ইহা সম্পন্ন কর্‌বো। শিবহে তোমারি ইচ্ছা!

[উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য——শঙ্করের গুরুগৃহ——চতুষ্পাঠী।

(মধ্যস্থলে গুরুদেব ও চতুর্দ্দিকে শিষ্য মণ্ডলীর
উপবেশনাবস্থায় সমস্বরে স্তোত্র পাঠ)

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নং মোভিষ্ট দোহং
তীর্থাস্পদং শিব বিরিঞ্চি নুতং শরণং।
ভৃত্তাত্রিহং প্রণত পাল ভবাব্ধি পোতং
বন্দে মহা পুরুষ তে চরণার বিন্দং।

তক্তা সুদুস্তজ সুরেপ্সিত রাজ্য লক্ষীং
ধর্ম্মিষ্ট আর্য্য বচসা যদগাদরণং।
মায়া মৃগং দয়িত ইপ্সিত মন্বধাবদ
বন্দে মহা পুরুষ তে চরণার বিন্দং॥

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। গুরুদেব! প্রণমি চরণে। (প্রণাম ও উপবেশন)

গুরু। এস বৎস।

শুভক্ষণে পেয়েছিনু তোমা হেন ধনে।
ধন্য তব পিতা মাতা!
সার্থক হয়েছে মোর পরিশ্রম-ফল।

শঙ্ক। দেব! অজ্ঞ মূঢ় আমি;—

কেন দেন প্রশ্রয় আমায়
বৃথা 'উচ্চ' করি?

গুরু। না বৎস।—

যে অমূল্য ধন তুমি লভেছ যতনে,
তার কাছে তুচ্ছ অতি নশ্বর-সম্পদ।
এবে
পালিতে হইবে তব এক আজ্ঞা মম!

শঙ্ক। তব আজ্ঞা করিব পালন

ইহাপেক্ষা কি সৌভাগ্য আছে গুরুদেব?
যা বলিবে শিরোধার্য্য মোর!

গুরু। তবে বৎস শুন মম সঙ্কল্প বচন!

বার্দ্ধক্য বশতঃ—অক্ষম হতেছি আমি
করিতে এ সুগভীর শাস্ত্র আলোচনা।
রীতিমত উপদেশ না পেতেছে হায়
এই সব প্রিয় ছাত্রগণ!
দিনে দিনে দেহ ক্ষয় হতেছে আমার—
তুমিই ভরসা মাত্র এ বিপদ কালে!
লও বৎস এবে এই গুরুভার
মম ইচ্ছা করহ পূরণ।
আজি হতে হলে তুমি ইহাঁদের গুরু

মমকার্য্যে অধিকার হইল তোমার।
নবীন বয়স যদিচ তোমার,
বিদ্যা জ্ঞানে কিন্তু তুমি শ্রেষ্ঠ সবাকার!
বৎস! হওনা বিস্মিত ;—
ভবিষ্যত-ছায়া
দেখিতেছি দিব্যচক্ষে আমি,
কিছুদিন পরে
হবে তুমি একজন এই ধরাধামে।
বিধাতার
কঠিন দায়িত্ব ভার আছে তব প্রতি ;
হবে তুমি তাহাতে সফল।
যে গভীর ভাবে তুমি রয়েছ মগন
ত্যেজি ভোগ বিলাসিতা,
এইই লক্ষণ তার—ইহারিই বলে
বিজয়-পতাকা তব অনন্ত-আকাশে
উড়িবে অনন্ত-কাল সুযশ-পবনে!
কায়মনো বাক্যে এবে করি আশীর্ব্বাদ
দীর্ঘজীবী হয় যেন তব পরমায়ু—
সদা সুস্থদেহে থাকি ;
সংসারের ঘোর কুটিলতা
লোভ মোহ আদি,
যেন নাহি পায় পরশিতে তোমার অন্তর ;
বিপদে সম্পদে দুঃখে
যেন থাকে ধর্ম্মভাব সদা জাগরিত!
এই মাত্র আশার্ব্বাদ করিনু তোমারে।
এবে এস বৎস!
বসাব তোমায় আজি এই ব্রহ্মাসনে।
বড় চিন্তা ছিল মনে,—
" ৫. সুকঠিন ভার

কি উপায়ে যোগ্য পাত্রে করিব অর্পণ ”
কিন্তু মম কি আনন্দ আজি!
গুরুর কৃপায়
আশাতীত হলো মম বাসনা পূরণ।
প্রিয় শিষ্যগণ!
শঙ্কর হইল গুরু তোমা সবাকার
আজি হ'তে মম স্থানে;
মেনো এঁরে আমার সমান—
কর আত্ম-সমর্পণ ইহাঁরি উপর
পেতে যদি চাও ব্রহ্মধনে।
সর্ব্বকার্য্যে গুরু থাকা চাই এ সংসারে
তা' না হলে কোন কাজে নাহিক মঙ্গল।
বিনা কর্ণধার—
অগাধ জলধি-মাঝে
যেই দশা হয়হে তরীর;
সেই স্থলে তরী সম হয় একমত
যেই খানে নাহি থাকে নেতা!
অতএব প্রাণসম মম শিষ্যগণ—
আজি হতে লও হে আশ্রয়
এই মহাজনার চরণে!

(শঙ্করের মস্তক অবনত হওন)

শিষ্যগণ। তথাস্তু—তথাস্তু গুরুদেব!

১ম ছা। গুরুদেব!
পাইনু হে যে শিক্ষক তোমার অভাবে,
ধন্য মোরা মানি এ কারণে।
শত শত কৃতজ্ঞতা-উপহার
ভকতের ধন!
দীন মোরা—কি আছে মোদের আর।

গুরু। এস তবে প্রাণ সম শঙ্কর রতন
বস এই ব্রহ্মাসনে।
(শঙ্করের হস্তধারণ পূর্ব্বক আসনে বসাইয়া দেওন)

শঙ্কর। (দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে)
গুরুদেব!
প্রণমি শ্রীপাদ-পদ্মে শত শত বার।
(সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তব)

ধন্য হইনু এতদিনে!
পবিত্র হইল মম পাপ-কলেবর,
বসি এই মোক্ষ-ব্রহ্মাসনে।
দয়াময়!
তোমার দয়ায়
এ পাতকী হইল উদ্ধার।
কিন্তু দেব!
অধমে দিলেন কেন এই গুরুভার?
ক্ষুদ্র বুদ্ধি অতি হীন আমি,
আমা হতে ফলিবে কি কোন শুভফল!
না—হবে হিতে বিপরীত?
হইল কি কলঙ্কিত মম পরশনে
শেষে এই শিব-ব্রহ্মাসন?
অথবা হেন কথা কেমনে বা বলি—
মহতের মান
যায় নতে কভু ক্ষুদ্রের দ্বারায়!

২য় ছা। ক্ষমা কর মহাশয়!
ভবাদৃশ জনে
নাহি পায় শোভা হেন কথা।

শঙ্কর। গুরু ভার কি দায়িত্ব জাননা হে ভাই,

সেই হেতু বল হেন কথা!
সুপাত্রে অর্পিত হলে সব শোভা পায়!

গুরু। তুমিই সুপাত্র মম!

শঙ্কর। গুরুদেব!
কৃতজ্ঞতা তব কি দেখাব আর!
মম প্রাণের ভিতর
কিযে হতেছে এবে—
নাহি সাধ্য মোর প্রকাশিতে তাহা!
অন্তর্য্যামী তুমি প্রভু!
অন্তরের ভাব জানিতেছ মোর!
দেব!
ভবদীয় এই মহা ঋণ—অমূল্য রতন—
এ জীবনে তুচ্ছ কথা,
অনন্ত-জীবনে
সন্দেহ পারি কিনা পারি শোধিবারে!
যেই শিক্ষা-বীজ হৃদে করেছ রোপণ,
যেই মহা মন্ত্রে আমি হয়েছি দীক্ষিত,
ফলিবে যে ফল সব তোমারি কৃপায়
নহে মম সাধ্য কিছু।
যে অগ্নিময় তেজ দেব দিয়েছ হৃদয়ে,
কার সাধ্য ইহা করে নিবারণ?
কি যে অচিন্ত্য অব্যক্ত ভাব
প্রাণের গভীর দেশে রয়েছে নিহিত;
কি বলিব গুরুদেব!
নাহি জানি
কিসে হবে পরিণত
সে প্রস্তর অঙ্কিত-ভাব।
কিন্তু দেব! ক্ষমা করো প্রগল্‌ভতা;

বিশ্বাস-নয়নে——দিব্য-চক্ষে যেন
দেখিতেছি কি এক অদ্ভুত ঘটন
হবে সম্পাদিত প্রভু তোমার দয়ায়!
নাচিছে হৃদয় মম,
যেন উন্মত্ত হয়েছি
সেই হেতু বলিলাম বাতুলের প্রায়।
শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব;
হইলাম ব্রতী তবে কর্ত্তব্য পালনে!
সঁপিলাম মম প্রাণ
উদযাপিতে এই মহাব্রত!
কর মোরে শুভ আশীর্ব্বাদ
এই ভিক্ষা মাগি——(ক্ষণ পরে)
জয়হে পূর্ণব্রহ্ম সত্য সনাতন
তুমিই ভরসা মম অকুল-সাগরে!
গুরুদেব!
আর কিছু আজ্ঞা আছে তব?

গুরু। শিষ্যগণ!
আজিকার মত এস তবে সবে।
গ্রামে গিয়া কর রাষ্ট্র এ সুখ-বারতা;
বিশেষতঃ জানাইও সব শিষ্যগণে!

ছাত্রগণ। তথাস্তু। (সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক সকলের প্রস্থান)

গুরু। (শঙ্করের প্রতি)
এবে মম অন্তঃপুরে চল একবার
ক্ষণপরে যাইও বাটীতে!

শঙ্কর। যদৃচ্ছা তোমার দেব
শিরোধার্য্য বাক্য তব!

(অন্যদিকে উভয়ের প্রস্থান)

———

চতুর্থ দৃশ্য——আকাশলিঙ্গের (শিব) মন্দির।

(শিব সম্মুখে পুজোপকরণ দ্রব্য সমূহ সজ্জিত—বিশিষ্টার মুদিত নেত্রে ধ্যান ও কৃতাঞ্জলি পুটে গীতস্বরে স্তব)

গীত। মেঘ——একতালা।

জয় আশুতোষ—প্রেম পরমেশ—অসীম-জগত-জীবন
নিত্য সত্য সার—পূর্ণ জ্ঞানাধার—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ।
শান্তি-মোক্ষ-দাতা অনাথ-বান্ধব, অশিব বিনাশ মঙ্গল-শিব,
সর্ব্ব শক্তিমান লীলাময় দেব—জয়হে ত্রিলোচন॥

ভগবন!
সঁপেছি জীবন মম তোমারি উপর;
যাহা ইচ্ছা কর দেব সব অকাতরে।
ইচ্ছাময় তুমি—
অসম্ভব আশুতোষ কি আছে হে তব?
কিন্তু দেব!
অভাগিনী আমি,—
যদি দিলে মোরে অমূল্য-রতন,
সে ধনে বঞ্চিত তবে হব কি কারণে?
শঙ্কর আমার
প্রাণের পুতলি হৃদয়ের ধন—
সে বিধু বয়ানে
কেমনে না দেখে থাকি?
মুহূর্ত্তেক কাছ ছাড়া হলে—
সংসার আঁধার দেখি যার অদর্শনে,
বলদেব অন্তর্য্যামি!
কেমনে সহিব তার বিচ্ছেদ-যাতনা?
দাও প্রভু সুমতি তাহারে

সংসারের প্রতি অনুরাগ—
বৈরাগ্যতা করি দুর,
এই মাত্র মিনতি শ্রীপদে। (পুনরায় ধ্যান-মগ্ন হওন)
(গম্ভীরস্বরে দৈববাণী)
" বৃথা—
কেন ডাক মোরে পুনঃ পুনঃ ?
ভাগ্যবতী সতী সাধ্বী তুমি ,
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত
কঠোর-তপস্যা-বলে—
ভক্তি-ডোরে বাঁধিয়াছ মোরে ;
তেঁই
পুত্ররূপে লভিনু জন্ম তোমার উদরে।
আমিই শঙ্কর পুত্র তব,
বৃথা মোহ কর দুর—
মম কার্য্যে গতিরোধ করোনা মা আর।
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু জন্ম মোর ;
সেই ধর্ম্ম—সেই সত্য পালিবারে,
সন্ন্যাসী হইব—
দল বাঁধি বেড়াব মা দেশ দেশান্তরে,
তরাইতে যত অভাজন।
হওনা গো চমৎকৃত মাতঃ
শুনি এই অপূর্ব্ব কাহিনী।
যাও—মা গৃহে যাও মন কব স্থির।

বিশিষ্টা। এঁ্যা জাগ্রত কি আমি ?
না—নিদ্রাবশে দেখি এ স্বপন ? (ক্ষণপরে)
কৈ—নিদ্রা এতো নয় ? (চারিদিক অবলোকন)
ভগবন—অন্তর্য্যামি !
জ্ঞানহীনা নারী আমি—

কেন মোরে কর্‌লেন ছলনা ?

(পুনর্ব্বার দৈববাণী)

"ছলনা কিছুই নয় ;
সত্য কথা কহি—
ভাগ্যবতী তোমা সম নাহি আর কেহ।"

বিশিষ্টা। সন্দেহ আর কি থাকে ? (কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব)

হে দেব শঙ্কর, ভোলা মহেশ্বর,
আশুতোষ বিশ্বনাথ হে।
লীলাময় হর, সকলি তোমার,
কি বুঝিবে এ অবলা হে।

(বিশ্বজিতের প্রবেশ)

বিশ্ব। শিবগুহে তুমিই সত্য! (ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

বিশি। স্বামিন !
অদ্ভুত-বচন আজি শুনিনু শ্রবণে ;
হের এখনও রোমাঞ্চিত লোমকূপ মোর!

বিশ্ব। (আগ্রহের সহিত)
কি কথা সে ?—বল ত্বরা মোরে।

বিশি। নাথ!
অতি আশ্চর্য্য সত্য কথা তাহা!
করিতেছিলাম যবে শিব-আরাধনা—
জানাইয়ে মোর গভীর বেদনা
শঙ্করের বৈরাগ্য-কারণ,
সেই কালে শুনিলাম এই দৈববাণী।
যেন—
ভগবান শিব জন্মেছে শঙ্কর রূপে
ধর্ম্মেরি কারণ বা জীবমুক্তি তরে।
অতঃপর মনে হলে

অহো—সেই সর্ব্বনেশে কথা,
নাহি থাকে দেহে প্রাণ।
হায় প্রাণেশ্বর!
গণকের সেই দৈবকথা
ফলে বুঝি এতদিনে।
হা শিব! এই ছিলমনে?
কেমনে ধরিব প্রাণ শঙ্কর বিহনে? (ক্রন্দন)

বিশ্ব। একি হলে প্রাণেশ্বরী!
অধৈর্য্য হইলে এতে কি হইবে ফল?
রমণী কোমল প্রাণ তব,
তাই এতদিন
করিনে প্রকাশ কোন কথা।
হায়! হতভাগ্য মোরা,
তেঁই—
সহিব এ দারুণ-যন্ত্রণা।
শঙ্কর যে নহে সামান্য বালক,
জানিতাম পূর্ব্ব হতে তাহা—
দেখি তার আকার ইঙ্গিত!
অতঃপর সে দিবস
সুবিজ্ঞ জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ
বলেন শঙ্করে দেখি—
মম সাথে অতীব গোপনে,
"সামান্য বালক নহে ইনি তব।
তোমাদের বহু পুণ্য-ফলে,
পুত্ররূপে পেয়েছ হে সাক্ষাৎ শঙ্কর,
আপনই ভগবান—
বিরাজিত তোমার গৃহেতে!
(কি আশ্চর্য্য নামে নামে মিলেছে কি তাই!)

——নাশিবিতে, সংসারের গুরু পাপ ভার,
পূরাইতে ভকত বাসনা,
দেখাইতে জগৎজনারে
ত্যাগ-স্বীকার-আদর্শ—
কঠোর সন্ন্যাস ব্রত.
আরো সর্ব্বোপরি সারলক্ষ্য
ধর্ম্মরক্ষা হেতু,
লীলাময় হর করিছেন লীলা।"
পুনঃ তিনি কহিলেন মোরে—
"সার ত্যেজি কেন মোহে মজ ?
কার গ্রহ করিতে খণ্ডন
আনায়েছে মোরে ?
নিজ গ্রহ তব শনিতে ধরেছে—
সেই হেতু এ কুগ্রহ তব!
নতুবা কেন ভ্রমে আছ ডুবে—
না চিনি—আপন সন্তানরূপী পরম ব্রহ্মেরে।"
ক্ষণপরে কহিলেন পুনঃ—
"যাহাহোক ভাগ্যবান তুমি—
ধন্যা সাধ্বী ভাগ্যবতী রমণী তোমার।
তেঁই—
পুত্ররূপে লভিয়াছ পরম ঈশ্বর!"
এত বলি গেল চলি ধাম্মিক ব্রাহ্মণ ;
হইলাম উন্মাদের মত,
স্তম্ভিত হইল হিয়া শুনি এ কাহিনী,
বিস্ময় ত্রাস এক কালে উপজিল মনে!
সেইদিন রজনীতে
দেখিনু স্বপন —ঠিক তোমার সমান ;
পূজাতে বসিনু যবে

সে সময়ে শুনেছিনু এমত কাহিনী।
বলিনাই এত দিন তোমার সহিত—
ভাবি মনে ঘটে পাছে হিতে বিপরীত।
যাহা হোক—
এইক্ষণ হতে
পাষাণে বাঁধহ তবে দেহ মন প্রাণ।
শিবহে তুমিই সত্য!
ইচ্ছাময়! তব ইচ্ছা কে করে খণ্ডন?

বিশি। (শিরে করাঘাত পূর্ব্বক)
হা বিধাত! এই ছিল মনে?
কোন্ পাপে সব বল হেন মনস্তাপ?
অহো! শিব—রে শঙ্কর নির্দ্দয়!
জননীরে বধিবি পরাণে? (পুনর্ব্বার ক্রন্দন)

বিশ্ব। একি প্রিয়ে!
অধৈর্য্যের এই কি সময়?
কি করিবে বল তুমি করিয়ে ক্রন্দন?
কিবা সাধ্য আছে তব নিয়তি উপরে?
বুদ্ধিমতী তুমি—
নাহি পায় হেন শোভা তোমা!
বিধাতার যাহা ইচ্ছা ঘটিবেই তাই;
তবে ডাক একমনে সেই দীননাথে—
সবার উপর যিনি দয়ায় সাগর,
ভাগ্যগুণে যদি হন প্রসন্ন-অন্তর।

বিশি। মন বুঝে সব নাথ প্রাণ ত বুঝে না—
এ হেতু বিষম জ্বালা হায় এ সংসারে!

বিশ্ব। (পুনর্ব্বার সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তর)
হে ভূতনাথ ভোলা মহেশ্বর—

আশুতোষ মঙ্গল-কারণ—
যেবা ইচ্ছা কর সম্পাদন।
(বিশিষ্টার প্রতি)
এস গৃহে তবে—
মনস্তাপ করি নিবারণ।
আর এই সব কথা—
কিছু যেন না শুনে শঙ্কর। [প্রস্থান।

বিশি। (গললগ্নীকৃতবাসে ভক্তিভাবে প্রণামানন্তর)

গীত। জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

অন্তর্য্যামী বিশ্বেশ্বর কি জানাব তব কাছে।
সর্ব্বময় তুমি নাথ—অবিদিত কিবা আছে।
কেমনে ধরিব প্রাণ, বিনে শঙ্কর রতন,
বলহে বিশ্ব জীবন—এ দুঃখিনী কিসে বাঁচে।
নিবেদি শ্রীপদে পুনঃ, ফিরাও শঙ্কর মন—
সংসার-বৈরাগ্য হতে—এ অধিনী এই যাচে॥

দয়াময় শিব!
অধিনীর প্রতি হওনা নির্দ্দয়!
আর কি জানাব অধিক
অন্তর্য্যামী তুমি! ভোলানাথ!
ভোলা মনে যেন ভুলনা দাসীরে!
[ক্ষুণ্ণমনে পূজোপকরণ দ্রব্য গুলি লইয়া মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করত বিশিষ্টার ধীরে ধীরে প্রস্থান।]
ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—বিশ্বজিতের বাটির অন্তঃপুরস্থ একটি নির্জ্জন গৃহ।

(বিষণ্ণ মনে গম্ভীর ভাবে শঙ্করাচার্য্য আসীন ও ক্ষণপরে গীত)

ভৈরবী——আড়াঠেকা।

ঘুমাইবে কত কাল মোহ বিজড়িত-মন।
নয়ন মেলিয়ে হের নিত্যানন্দ সনাতন।
কে তুমি হে কোথা হতে বিশাল এ অবনীতে
কেন এলে, ভাব চিতে—লভ আত্মতত্ত্বজ্ঞান।
মুক্তির পথ চিনহে, কাটি সংসার বন্ধন,
বিবেক বৈরাগ্যে দেহ—আলিঙ্গন সখা জ্ঞানে,
এ জীবন মরীচিকা, ত্যজহে বৃথা ভূমিকা,
এলে দিন যাবে একা—কি রাখিলে সে কারণ॥

শঙ্কর। দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে স্বগত)
ক্ষণে ক্ষণে যাইতেছে দিন।
এতকাল গেল বৃথা;
জীবনের কিছু না হইল।
কি হেতু আসিনু ভবে—
কি কর্ত্তব্য মানব-জীবনে,
একবার না ভাবিনু হায়!
বৃথা ভ্রমে মায়ামোহে রয়েছি ডুবিয়া—
সংসারের ঘোর প্রলোভনে
হতেছি মোহিত ক্রমে;
ইন্দ্রিয় সেবাতে শুধু কাটাতেছি কাল,
নশ্বর সুখের আশে রয়েছি মজিয়া—
ত্যেজি সেই অবিনশ্বর ধনে!
অলীক

বিদ্যা জ্ঞান যশো আশে—
রয়েছি সুদূর পথে অনন্ত হইতে।
শুষ্ক জ্ঞানে—শাস্ত্র পাঠে—বৃথা তর্কে—
অনিত্য পার্থিব-বিষয়ে,
কতদিন রহিব মগন আর—
বঞ্চিত হইয়ে হায় অপার্থিব ধনে ?
অমূল্য সময় আর প্রাণ পরমায়ু
হইতেছে লয় বৃথা কাজে আহা !
জীবনের শেষ দিনে, যবে—
প্রাণ পাখী যাবে উড়ি তাঁহার নিকটে,
কি বলিয়ে দিব আত্ম-পরিচয়
হায় সে সময়ে ?
জিজ্ঞাসিবে যবে প্রভু—
" হে জীব শ্রেষ্ঠ!
কি করিলে এতদিন ভব ধামে থাকি ?"
কি উত্তর প্রদানিব হায় সে সময়ে ?
জানিছ সকলি মন—
অগোচর কিছু নাহি তব ;
[illegible]—
কি সম্বল করিলে হে তুমি—
উত্তরিতে এ ভীষণ ভব—পারাবার ?
সেই
নিত্যসার স্বর্গরাজ্য করিয়ে পশ্চাৎ,
কেন ধাও মন পাপ নরকাভিমুখে ?
অহো ! তব একি বিড়ম্বনা !
(দারুণ দুঃখে অভিভূত হয় ও ক্ষণপরে গীত।)

জাজ্ মল্লার—ঝাঁপতাল।

কেন মন সার ত্যেজি—অসারে মগন এত,
কি হইবে সে দিনের—ভব হতে তরিবার
তাই ভাব অবিরত।
মিছা ভোগ—মিছা মায়া—এ নশ্বর দেহে,
কিছু নয় এই সব পড়না কি মোহে,
স্বর্গ পশ্চাতে রাখি নরকে কেন ওহে—
যেতে চাও—মম মন প্রলোভনে নিয়ত !

——তবে আর কেন মন
সুদৃঢ় এ মায়াপাশ কর ছিন্ন এবে ;
সঙ্কীর্ণতা—
পরিমিত স্নেহ মমতাদি, কর বিসর্জ্জন।
প্রেম কর জগত জনারে—
ক্ষুদ্রকীট অনুহতে—মহান্ মানবাবধি,
মজি সে বিশ্বজনীন অনন্ত-প্রেমিকে !
এক চক্ষে দেখহ সবায়,
ভেদাভেদ কর দূর অন্তর হইতে—
বাসনারে দেহ বলিদান !

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। কি ভাবিস্ বাবা বসিয়া বিরলে ?
দিবারাত্র তোর ভাবিতে কি হয় ?
শঙ্কর রে—
তারে দেখে বুক ফেটে যায় !

(গৃহস্থ-কার্য্যোপযোগী কোন কর্ম্মে ব্যাপৃতা হওন)

শঙ্কর। (স্বগত) আহা !
মার কথা মনে হলে সব যাই ভুলে,
গৃহী হতে হয় সাধ পুনঃ।

(দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ)

ভাস্য।

যে অবধি পিতা মোর ইহলোক হতে
গিয়াছেন স্বরগ-আলয়,
মায়েব ছুঃখের সীমা নাহি তদবধি।
একে অহো দুর্ব্বিসহ দারিদ্রের ক্লেশ—
তাহে এ ভীষণ শোকে,
হয়েছেন যেন মাতা পাগলিনী প্রায়।
কি করি—
একমাত্র মায়ের কারণে
ভজিব কি সংসাবের গুরু-পাপভার?
জবিব কি বিষ-রস পানে?
না—কভু না হইবে তাঁহা।
হে সংসার!
আর না মজিব কভু তোমার মায়ায়।
তব স্নেহ-পাশ সুকঠিন অতি
জানি আমি;
কিন্তু নাহি সাধ্য তব পুনঃ
আবদ্ধ করিতে মোরে ঘোর-মায়াজালে।
মনে স্থির সঙ্কল্প করেছি,
তব মুখ কভু আর না হেরিব;
কুরঙ্গের মত—
আর নাহি হব মুগ্ধ তব লোভ-ফাঁদে!
হও মন
অচল—অটল—স্থির-ভূধর-সমান—
কর্ত্তব্য পালনে এবে হও ত্বরান্বিত।
(সহসা চকিতের ন্যায় উঠিয়া।)
আজিই করিব স্থির—
সাধিতে সঙ্কল্প আর কর্ত্তব্য পালন।

(প্রকাশ্যে—জননীর প্রতি)

মাগো!
না রাখিব সংগোপন তোমা কাছে কিছু।
হওনা মা প্রতিবাদী আমার ইচ্ছাতে;
মাতা হয়ে
সন্তানের শুভকাজে দিওনা ব্যাঘাত।
মনে স্থির সঙ্কল্প করেছি,
না থাকিব আর মাগো সংসারী হইয়ে।
নিজ মুক্তি তরে হইব সন্ন্যাসী—
অবলম্বি সন্ন্যাস আশ্রম!
এবে মাগো কর আশীর্ব্বাদ—
যেন পূর্ণ মোর হয় মনস্কাম।

বিশি। কি বলিলি ওরে শঙ্কর আমার—
প্রাণের পুতলি মম অন্ধের নয়ন,
পুত্র হয়ে
দুঃখিনী জননী প্রতি এই তোর কাজ?

(গাত্র স্পর্শ করিয়া)

অনুরোধ করি তোরে বাপ,
এ হেন বাসনা তুই কর্ পরিত্যাগ।
দেখ্—তোর মুখ হেরে
ভুলেছি দারুণ দুঃখ বৈধব্য-যন্ত্রণা।
এই হেতু বলি তোরে করিয়ে মিনতি—
গৃহী হয়ে যাহা ইচ্ছা কর্।

(রামানন্দের প্রবেশ)

রামা। শঙ্কর!
অন্তঃপুরে একা কি করিছ তুমি?
তোমা তরে কত লোক রয়েছে বাহিরে!

শঙ্ক। পিতৃব্য মশায়!
তাঁহাদের কিবা প্রয়োজন?

রামা। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য তাঁরা,
বিদ্যা যশে মানে সৰ্ব্বত্র বিখ্যাত।
তব নাম শুনি—
এসেছেন, তাঁরা ন্যায়ের মীমাংসা হেতু!

শঙ্ক। মহোপাধ্যায় তাঁরা—পূজ্যপাদ সবে;
হীনবুদ্ধি আমি,
কি আছে ক্ষমতা মোর—
করিবারে তাঁহাদের তুষ্টি সম্পাদন!
মহাপাপী অতি মূঢ় আমি—
ন্যায় অন্যায় কেমনে বা করিব বিচার?

রামা। শঙ্কর! কি কথা এ বল তুমি?
উন্মাদ হয়েছ নাকি?
স্বর্গবাসী মহেন্দ্র পণ্ডিত পরে—
বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ গুরু তব—
স্মৃতি ন্যায় দর্শনাদি সকল বিষয়ে!
সর্ব্বদেশে সর্ব্বলোকে জানে তাঁর নাম।
তুমি তাঁর শিষ্য হয়ে—
—বলা ভাল নয়—
শিখিয়াছ তাঁহারও অধিক;
স্বেচ্ছায় দেছেন তিনি
তবে হাতে তাঁর গুরুভার—
সৰ্ব্বশাস্ত্র আলোচনা হেতু।
তবে কেন কহ হেন কথা?

শঙ্ক। অকারণ তাতঃ—
কেন উচ্চ করেন আমায়?

রামা। (কিছু বিরক্ত ভাবে)

যাহা ইচ্ছা কর তবে। (যাইতে উদ্যত)

শঙ্ক। চলুন তথায়—করিব সাক্ষাৎ।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিশি। (ঊর্দ্ধদৃষ্টে)

হে অন্তর্য্যামী শিব!

শঙ্করের দাও হে সুমতি

দীনবন্ধু—বিপদ বারণ!

কর রক্ষা এ বিপদ হতে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য——বিশ্বজিতের বাটীর একপার্শ্ব।

(মধ্যস্থলে আচার্য্যের স্বতন্ত্র আসন ও চতুর্দ্দিকে শিষ্যগণ উপবেশনাবস্থায় আসীন।)

১ম শি। দেখ ভাই সব,—আমি মনে মনে বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছি। আমাদের নবীন আচার্য্যের বিচিত্র ভাব গতিক দেখে মনে বড়, সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। উঃ! মানুষের কি এত সাধ্য—কল্পনার অতীত!

২য়। শুধু তুমি বল্লে কেন ভাই, দেশের তাবৎ লোকের মনেই এই সন্দেহ হয়েছে, যে স্বয়ং ভগবান শিব—শঙ্করাচার্য্য রূপে এ পাপ মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভূভার হরণ, সমুদয় অসার ধর্ম্ম হতে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম ও বেদ-বেদান্তাদি রক্ষা, জীবের মুক্তিপথ প্রচার করাই এঁর কার্য্য। তা আচার্য্যের যে সব শুভ লক্ষণ ও অদ্ভুত কার্য্য কলাপাদি দেখা যায়, তাতে সাধারণের এ বিশ্বাস হওয়া কিছু অসম্ভব নয়!

৩য়। আমার ত এরূপ ধ্রুব বিশ্বাস, যে ভগবান লীলা করবার জন্যে শঙ্করাচার্য্য বেশে আবির্ভাব হয়েছেন! তা নয়ত কি সামান্য মানুষে এত অল্প বয়সে এমন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ও সংসার বিরাগী ধর্ম্মপরায়ণ হ'তে পারে? নিশ্চয়ই ইনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ—সাক্ষাৎ ভগবান!

৪র্থ। তবে ত আমরা বিস্তব পাপে লিপ্ত আছি! এমন মহাজনাব শিষ্য হয়েও আমরা কিছু ক্‌রতে পারলেম না? ধিক্ আমাদের এ ঘৃণিত জীবনে!

১ম। ভ্রাতৃগণ! যদি প্রকৃত এমনই হয়, তবে আমরা কি দুষ্কর্ম্মই করেছি ভাব দেখি? আর না,—আর আমাদের কোনমতে এরূপ নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা কর্ত্তব্য নয়! এস আজ হতেই আমরা অন্তরের সহিত আচার্য্য-চরণে দেহ মন উৎসর্গ করি। এই যে নাম কর্‌তে কর্‌তে গুরুদেব এখানে আস্‌ছেন। আহা! কি মনোহর কান্তি! কি সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব! এ দেব-মূর্ত্তি দেখে কার না ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়? আ মরি মরি! যেমন রূপ—তেমনি গুণ! না—এ-পাপ নরলোকের মানুষ কখন এমন হ'তে পারেনা!

—লীলাময়! ধন্য তব লীলা!

(গম্ভীরভাবে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ ও উপবেশন শিষ্যগণের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ)

১ম। (কিছুক্ষণ পরে) গুরুদেব! ঈশ্বরস্বরূপ আর জীবের কর্ত্তব্য" বিষয়ে সে দিন যে উপদেশ দিবেন বলেছেন, অনুগ্রহ করে আজ তা' আমাদের জ্ঞাপন করুন!

শঙ্ক। ভাল কথা করালে স্মরণ!
বড়ই তুষ্ট হ'লাম এ কারণে।
শুন সবে স্থির মনে
এ গভীর সূক্ষ্মতত্ত্ব কথা।
সুকঠিন অতি গুরুতর ইহা;
কত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইহা হয়েছে ব্যাখ্যাত—
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হতে।
কিন্তু এ অবধি
হয় নাই কোন মীমাংসা ইহার।
হবে ও যে কোন কালে নাহি আশা তার।
মম মত এইরূপ;—
সুবিশাল অনন্ত-সংসার
হেরিছ যে এই সম্মুখে তোমার,
আছে এক চৈতন্য মহান
ওতপ্রোত ভাবে এ অনন্ত ব্যাপি;
যাহা হতে চলিছে ব্রহ্মাণ্ড সুশৃঙ্খলা রূপে।

এ পূর্ণ চৈতন্য হন অনাদি-কারণ,
যিনি পরব্রহ্ম পূর্ণ পরাৎপর—
যাঁরেচ্ছায় সাধিত হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়।
বেদান্ত মতে তিনি নির্গুণ-পুরুষ।
জ্যোতির্ম্ময় সত্যসার আনন্দ-স্বরূপ,
এক মাত্র তিনি ভিন্ন নাহি দুই কিছু,
নশ্বর-ভুবনে ব্রহ্ম সত্যনিত্য সার,
আর যাহা দেখ চারিদিকে—সকলই ভ্রম!
তুমি—আমি—ঘরদ্বার—
পশু-পক্ষী-বন-লতা-চরাচর আদি
অনন্ত-ভুবনে যাহা কিছু হের,
সকলই মোহ-ভ্রম-ছায়া;
পুনঃ বলি তাই—
"একমে বা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নান্যাস্তি কিঞ্চন!
ধর্ম্ম-শাস্ত্র-সার—
উপনিষদেতে ইহা আছয়ে বর্ণিত।
তবে যে আমাদের—
তুমি—আমি—ঘর—দ্বার হয় ভেদজ্ঞান,
অধ্যাস'ই মূল কারণ তাহার!
অর্থাৎ—
যাহা নহে যেই বস্তু—তাহে সত্যজ্ঞান।
সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এই;—
মানব অতীব ক্ষুদ্র পরিমিত—
মায়া চক্রে সদা প্রবৃত্তি-অধিন—
না পারে বুঝিতে তাই পূর্ণ জ্ঞানময়;
সহজেই মোহ আসি করে অধিকার—
বিবেক তাড়ায়ে দিয়ে অন্তর হইতে।
আত্মহারা হয় আহা সবে এই কালে!
অন্ধ বিশ্বাষোপরি করিয়া নির্ভর

ভ্রম-জ্ঞানে মজে জীব।
যাহা মিথ্যা
তাহে ভাবে স্থির সুনিশ্চয়।
যথা কারো চক্ষুরোগ* হলে
সমস্তই দেখে পীতময় ;—
কিম্বা
রজ্জু ভ্রমে সর্প জ্ঞান যথা,
সেইরূপ
দেখে জীব ভ্রম-চক্ষে সবই অলীক।
কিন্তু—
যবে তার জ্ঞান-চক্ষু হয় উন্মুলিত,
সেই ভ্রম-অন্ধকার হয় বিদূরিত।
অতএব পূর্ণ জ্ঞানময়
চৈতন্য একমাত্র অনন্ত-জগতে
জড়বস্তু অধিষ্ঠাতা !
এ চৈতন্য
মানব মাত্রেরি আছে সমরূপ ;
সকলি চৈতন্যবান পূর্ণব্রহ্ম সম !
এবে দেখ
ব্রহ্ম আমি দুই এ অভেদ।
বড় গুরুতর কথা ইহা,
ধীর মনে কর আলোচনা সবে।
এ গভীর তত্ত্বজ্ঞান
মানব লভিবে যবে,
সফল জনম তার হবে সেইদিনে।
মুখে—
ব্রহ্ম আমি ভেদ হীন বলিলে হবে না,
সে উদার সোহং ভাব হওয়া চাই মনে।
ব্রহ্ম-তেজ যবে হৃদে করিবে প্রবেশ,

ন্যাবা (Jauudice)

মুক্ত জীব হবে সেইদিনে!

১ম ছা। গুরুদেব!
জীবাত্মা ও পরমাত্মা
কি একই চৈতন্য?
মোদের ধারণা ছিল ভিন্ন ভিন্ন ইহা।

শঙ্কর। গুরুতর ভ্রম ইহা অতি।
নৈয়ায়িক-মত বটে বলে এইরূপ;
কিন্তু তাহা অতি যুক্তি হীন।
মনে কর শুন্য মার্গ;—
তোমার মস্তকোপরি যে শূন্য রয়েছে,
(হস্ত মুষ্টি করিয়া)
মম হস্তস্থিত
এ শুন্য কি ভিন্ন তাহা হতে?
আর দেখ অগ্নিতাপ;—
নিবিড় অরণ্যে যবে বাড়বাগ্নি হয়,
ধরয়ে ভীষণ মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর
হায় সে সময়!
কত শত লক্ষ লক্ষ জীব জীবন হারায়
সে প্রচণ্ড অগ্নিতাপে!
তা'বলে কি
ক্ষুদ্র প্রদীপ শিখায়
নাহি থাকে সে উত্তাপ?
সেই দাহিকা শক্তিতে
নাহি মরে কিহে ক্ষুদ্র কীটগণ?
এবে দেখ,
পদার্থ একই বটে—
তবে, বেশী আর কম!
কিন্তু, সেই কম-বেশী হয় পদার্থ-সংযোগে!
সেইরূপ

জীবাত্মা পরমাত্মা নহে ভিন্ন কিছু।
মানবের ভ্রম-অন্ধকার
যবে হয় দূর জ্ঞানালোক হ'তে—
বিবেক সম্পূর্ণ রূপে করে অধিকার
পূর্ণ জ্ঞান পরব্রহ্ম সম,
সেইকালে—
ব্রহ্মে তাহে ভেদাভেদ নাহি থাকে আর।
শেষ কথা ঈশ্বর স্বরূপ।
অদ্বৈত পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়—
চৈতন্য অনন্ত-ব্যাপ্ত অনন্ত-সংসারে
আদি অন্তহীন সর্ব্ব মূলাধার—
সত্য নিত্য সার চিদানন্দময়,
তিনি হন পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর।
—জীবের কর্ত্তব্য তবে শুন মন দিয়া।
"কে আমি—কি হেতু আসিনু ভবে—কিবা কার্য্য মোর"
মানব মাত্রেরি
উচিত এ কথা ভাবিবারে।
যবে মন তৃষিত হইবে
এ তত্ত্ব সন্ধানে,
সদ্‌গুরুর লইয়া আশ্রয়,
সুধা সম উপদেশ করিবে গ্রহণ।
তৃণ সম লঘু,
আর তরু সম সহিষ্ণু হইয়ে
ধর্ম্ম রক্ষা করিবে সর্ব্বদা;
তিল মাত্র অম ভাব না রাখিবে হৃদে।
সরল বিশ্বাসী হবে,
মনে না রাখিবে কভু কূটভাব,
সাধুসঙ্গে কাটাবে সময়।
ক্ষমা, দয়া, সরলতা, শান্তি, দান্তি আদি

জীবনের প্রিয় সহচর,
ইঁহাদের করিবে সেবন—
মোক্ষপদ অভিলাষী যদি হয় মন।
বৈরাগ্য—বিবেক
পরম সুহৃদ দ্বয়ে করিবে আশ্রয়,
আর আত্মতত্ত্ব করিবে সন্ধান।
তাহাহলে,
পূর্ণ জ্ঞানময় অনন্ত ঈশ্বর
সহজে হইবে লাভ!
বিষ সম
বিষয়-বাসনা হ'তে হইবে পৃথক,
আত্মবৎ দেখিবে জগৎ ;—
সর্ব্বসাধ নিত্য পূর্ণজ্ঞান
মানস-মন্দিরে সদা করিবে বিকাশ!
যাঁহা হ'তে এসেছ এ ভবে,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেক রতন
লভিয়াছ যাঁর কৃপাবলে,
হেন দয়াব ঠাকুর পরম ঈশ্বরে
ভজিবে পূজিবে সদা কায়মনে!
জীব শ্রেষ্ঠ মানবের ইহাই উচিত ;
ইহা ভিন্ন
মুক্তি-সদুপায় নাহি কিছু আর!

শিষ্যগণ। ধন্য হইনু দেব
শুনি এই অলম্য-কাহিনী!

শঙ্কর। প্রাণসম মম তোমরা সবাই
শুন ওহে প্রিয় শিষ্যগণ!
না রাখিব সংগোপন কিছু
তোমাদেব কাছে ;
শুন মম সঙ্কল্প বচন—

জীবনের সার লক্ষ্য মোর ;
আজি হ'তে হতেছি বিদায়
ইহ জীবনের মত তোমাদের কাছে।
সংসারের কঠিন বন্ধন
মোহ ভ্রম-পাশ
ছেদন করিব আজি ;
কর্ত্তব্য-পালনে মন করিব নিবেশ!
মিছা আর কতদিন রব বৃথা কাজে ?
কতকাল হায়
কাটাইব উপেক্ষা করিয়ে ?
সংসারের ঘোর প্রপীড়নে
কতদিন পাপে মগ্ন রব বল হায়—
ভুলি সেই অনাদি কারণ ?
আত্মজ্ঞান হারাইয়া অহো
ভব-ব্যাধি কতকাল ভুঞ্জিব হে আর ?
এই হেতু জীবনের মুক্তির উপায়—
বৈরাগ্যের পরম-সুহৃদ,
সার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম করিব আশ্রয়—
বিষয়-বাসনা-দিবে দিয়ে জলাঞ্জলি !

১ম ছা। কোথা যাবে হে আচার্য্য
ত্যেজি তব পদাশ্রিত এ পাতকীগণে ?

২য় ছা। যথা যাবে দেব!
অনুগামী হবে ক্রীতদাস গণ!

৩য় ছা। যে পথে যাইবে প্রভু,
আশ্রিত সেবকগণ
হবে সাথী সেই পথে জেন।

শঙ্কর। সেকি কথা!
হয় কি সম্ভব ইহা ?
কেমনে চলিবে তবে সংসার-ধরম!

বিদ্যা চর্চ্চা কর সবে কায় মনে ;
রাখহ বংশের মান ;—
ঈশ্বর-সমীপে সদা করি এ প্রার্থনা !

৪র্থ ছা। (সানুনয়ে কৃতাঞ্জলি পুটে)
ক্ষমা কর গুরো !—
হেন কথা কহিওনা পুনঃ !
পেয়েছি হে জ্ঞানালোক যাঁর কৃপাবলে,
অন্ধ-চক্ষু প্রস্ফুটিত
হয়েছে হে যাঁহার প্রভাবে,
অসীম করুণা-বলে কিনিছেন যিনি,
এ হেন পরম-সুহৃদে ছাড়ি,
কেমনে ধরিব প্রাণ পাষাণ সমান ?
অজ্ঞানগণের যদি হয়ে থাকে দোষ,
ক্ষম প্রভু নিজ ক্ষমাগুণে ;
চরণে ঠেলনা দেব নিঠুর-অন্তরে !

১ম ছা। নিরাশ করোনা গুরো আমা সবাজনে
পূজিতে ঐ রাজীব-চরণ।
তব চির পদাশ্রিত মোরা—
হও সদয় প্রভু বঞ্চনা ত্যেজিয়ে,
এইমাত্র মিনতি ঐ পদে !

শঙ্কর। অধিক বলার কিছু নাহি প্রয়োজন !
একান্তই যদি
ইচ্ছা থাকে মম সাথী হ'তে,
ভুঞ্জিতে কঠোর-ক্লেশ সন্ন্যাস-আশ্রম—
সুদুর্লভ মহাজন পথ,—
সাজহ সন্ন্যাসী-বেশে সত্বর এখনি !
মন কর স্থির
অচল অটল দৃঢ় ভূধর-সমানে !
সংসারের নশ্বর সম্পদ

ধনজন, যশমান, স্নেহ মমতাদি,
বিষসম বিষয় বাসনা,—
অরিশ্রেষ্ঠ স্বার্থ-জীবে দেহ বলিদান!
মায়া মোহ সঙ্কীর্ণতা
কর দূর সবে অন্তর হইতে;
ব্রহ্মোপরে কর সমর্পণ
জীবনের যাহা কিছু আছে!
আজিই করিব ত্যাগ সংসার-আশ্রম
কর্ত্তব্য পালন তরে!
চল তবে যাই সবে করিতে উদ্যোগ!

শিষ্যগণ। তথাস্তু—তথাস্তু গুরুদেব।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য—শঙ্করাচার্য্যের গুরুগৃহ—বহির্বাটী

(গুরুদেব ও রামানন্দ আসীন)

রামা। হে পূজ্যপাদ আচার্য্য প্রবর!
বহুলোক
পেয়েছে হে জ্ঞানালোক তোমার কৃপায়;—
সকলেই লভিয়াছে সুধাময় ফল!
কিন্তু দেব!
মন্দভাগ্য মোরা,
তেঁই মোদের অদৃষ্টে হায় ঘটিল এমন!
আহা!
স্বর্গীয় বিশ্বজিৎ শঙ্কর-জনক
থাকিতেন যদি এ সময়ে,
বৃদ্ধ বয়সে তবে
কি দারুণ কষ্ট হ'তো তাঁর—

দেখি
পুত্রের সংসারত্যাগ সন্ন্যাসীর বেশ।
—ভগবান! তোমারি এ লীলা।
গুরু। নাহি ক্ষুণ্ন হ'ও এ কারণে।
ধন্য স্বর্গবাসী বিশ্বজিৎ;—
ধন্যা সাধ্বীসতী বিশিষ্টা রমণী!—
তেঁই
পুত্ররূপে লভিয়াছে সাক্ষাৎ শঙ্কর।
দাও শত ধন্যবাদ ইহারি কারণ,
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা করহ প্রকাশ
সেই দয়াময় ঈশ্বরের প্রতি!
শুনেছিনু বাল্যকালে পিতামহ মুখে
হলো বহুদিন গত;—
"পাপে ধ্বংশ মানবের করিতে উদ্ধার,
ভবভার লাঘব কারণ,
অচিরাৎ ভগবান হয়ে অবতার
মর্ত্তভূমে, করিবেন, লীলা।
তাঁর দেব সম ভবিষ্যৎ-বাণী
এতদিনে ফলিল কার্য্যেতে।
শঙ্কর যে অদ্ভুত প্রতিভা শালী
মহাজ্ঞানী ধর্ম্ম পরায়ণ,
তাঁরে হেরে মনে স্থির লয়—
সামান্য মানব তিনি নহে কদাচন।
তবে তুমি কেন বৃথা হও উচাটন?
বামা। গুরুদেব! বুঝি সব মনে;—
কিন্তু সামান্য মানব মোরা,
কেমনে সহিব বল এ ঘোর যাতনা?
কঠিন পাষাণ সম নির্ম্মল অন্তরে,
হে আশ্চর্য্য!

কেমনে ধরিব প্রাণ এচির বিচ্ছেদে ?
সংসার-আশ্রমে হায় দিয়ে জলাঞ্জলি,
বালক শঙ্কর হইবে যে নবীন সন্ন্যাসী—
ভুঞ্জিয়ে কঠোর-ক্লেশ অশেষ প্রকার
এহেন তরুণ বয়সে,
শোকাতুরা মাতা তার—
কেমনে রহিবে বল এ সব সহিয়ে ?
দ্বিজবর পূজ্যপাদ তুমি !
জানিছ সকলি হায় অন্তর-বেদনা ;—
সেই হেতু করিছে মিনতি
এখনও দেহ দেব সুমন্ত্রণা তারে।

গুরু। নাহি হেন সাধ্য মম—
করিতে নিস্তেজ তারে
জলন্ত-প্রতিজ্ঞা হ'তে।
হে সুজন !
বুঝি তব অন্তর-বেদনা ;—
জানি আমি,
পিতা সম অকৃত্রিম স্নেহ
আছে তব শঙ্কর উপরে।
কিন্তু কি করিবে বল,—
বৃথা খেদে নাহি কোন ফল।
—অথবা ন্যায়-চক্ষে হের,
অসুখের হেতু নাহি কিছু।
মোহান্ধ পাতকী মোরা,
তেঁই বুঝি হিতে বিপরীত।
এ সংসার-বিপিন হতে যে পায় নিস্তার,
অতিক্রমি—ভীষণ-শ্বাপদ সম মায়াচক্র হতে,
পরাৎপর করে সার—
বিবেক বৈরাগ্য আদি করিয়া সহায়,

মজে একমাত্র সত্য নিত্যধনে,
এই পাপ-নর লোকে—
তার সম ভাগ্যবান কেবা আছে আর ?
এ হেন অমূল্য ধন হয়ে অধিকারী—
শঙ্কর হইল ত্রাণ ভব-সিন্ধু হতে,
ইহাপেক্ষা কি আনন্দ আছে বল আর ?

রাধা। গুরুদেব !
বুঝি সব মনে,—
কিন্তু প্রাণ ত বুঝেনা।
মূঢ় অভাজন মোরা,
কেমনে বুঝিব প্রভু ধর্ম্মের মহিমা ?
এই হেতু পুনঃ করি অনুরোধ,
দাও সুমন্ত্রণা তারে হয়ে প্রতিবাদী—
ভাগ্য গুণে যদি হই সফল কামনা।

গুরু। বৃথা অনুরোধ
কর তুমি মোরে পুনঃ পুনঃ।
কি সাধ্য আমার
পশিতে অনল-শিখা ক্ষুদ্র কীট হয়ে ?
হেন কেহ নাহি এবে
শঙ্করের করে গতিরোধ !
যদিও আমি তার পূর্ব্ব-শিক্ষা গুরু,
কিন্তু তার ন্যায়-যুক্তি খণ্ডিতে না পারি।
লাজ পাই মনে
শুনি তার সুগম্ভীর তত্ত্বজ্ঞান-কথা !
এ হেন বিষম স্থলে
কেমনে নিবারি তারে বল ?
অতএব ছাড় বৃথা আশা,
স্নেহের নিগড় এবে কাট একেবারে
পাষাণে বাঁধহ বুক পাষাণ হইয়ে।

ওই শুন,

সুগভীর রোলে—মহা জয়োল্লাসে

আসিছে শিষ্যমণ্ডলী শঙ্কর-সহিত।

(নেপথ্য হইতে শঙ্খ ঘণ্টা করতালাদি সংযোগে সমস্বরে গান করিতে২ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ ও গীত।)

সঙ্কীর্ত্তন সুর।

চল ভাই যাই সবে সেই আনন্দ-আশ্রমে।

যোগী ঋষি সাধুজন রহে যথা ফুল্ল-মনে।

পাপ-মায়া-প্রলোভন, নাহি তথা বিদ্যমান,

শান্তি-সুধা অনুক্ষণ বহে প্রেমের তুফানে।

সংসার এ পারাবারে একমাত্র কর্ণধারে—

না ছাড়িব ক্ষণতরে—ভজি অনিত্য-করমে।

শঙ্ক। গুরুদেব!

প্রণমি রাজীব পদে চিরদিন তরে। (প্রণাম)

এ জীবনে—শেষ দেখা এই তব সাথে।

অপরাধ লইওনা প্রভো!

মহাঋণী আছি তব কাছে;

এ জীবনে তাঁহা শোধিতে নারিনু।

কৃতজ্ঞতা একমাত্র লও প্রতিদান;—

দীন অভাজন আমি,

কিছু মোর নাহি আর দেব!

এবে কর গুরুদেব শেষ আশীর্ব্বাদ

যেন হয় পূর্ণ সিদ্ধ সঙ্কল্প আমার!

—একি গো পিতৃব্য মহোদয়!

এখনও রয়েছ কেন বিষণ্ণ অন্তরে?

এ সুখ সময়ে

নিরানন্দ ভাবে থাকা উচিত কি তব?

পায়ে ধরি তাত!

এ আনন্দ-দিনে হও প্রসন্ন-অন্তর।
দাও হাসি মুখে প্রফুল্ল অন্তরে
এ শুভ-গমনে বিদায় আমায়।
—একি খুল্লতাত!
কেন তুমি না দেহ উত্তর?
অজস্র অশ্রুর ধারা তিতিয়া বদন
সুদীর্ঘ-নিশ্বাস সহ—
কেন পড়ে অবিরল?
পূজ্যাস্পদ পিতৃ সম তুমি,
হেন ভাব সাজে কি তোমায়?
সন্তানের প্রতি হেন সাধ বাদ?
অতএব শ্রীচরণে এই ভিক্ষা মাগি,
দাও মোরে কর্ত্তব্য পালিতে।

রামা। বাপ শঙ্কর আমার।
তোর এ ন্যায় যুক্তি না পারি খণ্ডিতে।
এতই যদিরে তোর হয়েছে চেতন—
লভিবারে সেই মোক্ষ-ধন—
পূর্ণ সত্য নিত্য সারাৎসার,
আর নাহি দিব তোরে বাধা।
করি আশীর্ব্বাদ;
হ'ওরে বিজয়ী সর্ব্বস্থানে—
সদা সুস্থ দেহে থাকি,
পূর্ণ যেন তোর হয় মনস্কাম।
কিন্তু হায় তোর দুঃখিনী জননী—
আহা! চির অভাগিনী সতী,
ভুলে আছে তোরে হেরে বৈধব্য-যাতনা।
কিন্তু হায়! এবে তাঁর হইবে কি দশা,
ভেবে মরি তাই দিবানিশি।

শঙ্ক। তাঁর মত আগে আমি লয়েছি ত তাত

যবে মোরে
ভীষণ-কুম্ভীরে আইল গ্রাসিতে,
ত্রাহি ত্রাহি প্রাণ বুঝি যায় যায়,
সেই কালে কহিনু মাতারে,
ইষ্টদেব আজ্ঞা অনুসারে,
"মাগো!
সন্ন্যাসী হইতে যদি দাও তুমি মোরে,
তবে পাই পরিত্রাণ এ বিপদ হতে;
নতুবা যাইবে প্রাণ কুম্ভীর উদরে।
ভগবান্ তুষ্ট হন সন্ন্যাসী উপরে।"
এই কথা শুনি মাতা
বিদায় দিলেন মোরে সন্ন্যাসী হইতে।
তাঁর কাছে হইয়ে বিদায়
এসেছি হেথায় তবে।
এবে গুরুদেব!
এ জীবনে শেষ দেখা এই।

গুরু। শঙ্কর! সত্য বল মোরে
কি হেতু সন্ন্যাস-ধর্ম্ম করিলি গ্রহণ?
লয়ে এই দল বল—
কি উদ্দেশে কোথা যাবি?
বল্ তোর অন্তরের কথা!

শঙ্ক। পরম আরাধ্য তুমি মোর দেব!
তব কাছে কিছু নাহি রাখিব গোপন।
শুন প্রভো
জীবনের লক্ষ্য মোর উদ্দেশ্য নিচয়।
দারুণ আঘাত আমি পেয়েছি অন্তরে
জীবের দুর্গতি হেরি;
দেশাচার কুপ্রথা কুসংস্কার আদি
সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম-অবনতি.

হৃদয়ে বেজেছে মম শেলসম রূপে।
সনাতন বৈদিক-ধরম—
সত্য শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-বচন,
বেদ বেদান্ত মহাতন্ত্র আদি,
কি বিকৃতি ভাব অঙ্গে করেছে ধারণ!
সুধারস মরি হায় বিষে পরিণত!
হে আচার্য্য! কি বলিব বুক ফেটে যায়
মনে হলে নিদারুণ ভীষণ যাতনা,
অনাদি অনন্ত-ব্যাপী সর্ব্ব মূলাধার—
পূর্ণ জ্ঞানময় অপার-দয়ালু যিনি,
এ ঘোর দুর্দ্দিনে—
অস্তিত্ব বিলোপ তাঁর হয় ক্রমে ক্রমে।
ভিত্তিহীন-অট্টালিকা সম
বহুবিধ সারহীন ধর্ম্ম সম্প্রদায়
বাড়িতেছে দিনে দিনে হায়!
মিথ্যা ঠাট বানায়ে তাহারা,
কত অভাজন-মন করি আকর্ষণ
পরিত্রাণ-পথ হায় করিতেছে বোধ।
জৈন বৌদ্ধ আদি
নানাবিধ বিধর্ম্ম-প্রবাহে
ভেসে যায় সনাতন পবিত্র-ধরম।
অরি শ্রেষ্ঠ চার্ব্বাকের কুটীল-যুক্তিতে,
ঘোর নাস্তিকতা
পেতেছে প্রশ্রয় হায় দিনে দিনে।
আর
বৈদিক ধরমের ও যাহা কিছু আছে,
অন্তঃসার পরিশূন্য
বাহ্য আড়ম্বরে পূর্ণ তাহা সব।
লৌকিক

ক্রিয়া কলাপ—যাগ যজ্ঞ আদি,
পৌত্তলিক দেব'দেবী প্রতিমা অচ্চন,
বিকৃত ভাবেতে আহা হতেছে সাধিত।
ধর্ম্ম-ভেকধারী
ভণ্ডদল-স্বার্থ-সাধন-কৌশলে—
সংস্কার দোষে দেশ যায় রসাতলে।
সত্য সার ধর্ম্ম মত হইয়ে বর্জ্জিত,
কল্পিত অসার-মত হতেছে প্রচার।
ভ্রান্ত-জীব না বুঝে ইহাই,
মজিছে কলুষ-রসে হতেছে পতিত।
দিনে দিনে পাপভার হ'তেছে বর্দ্ধিত;
বসুমতি না পারে সহিতে আর!
এইরূপ বহুবিধ অধর্ম্ম-প্রভাব,
ব্যাপিছে সমস্ত দেশ করি ছারখার—
মানব নিচয়ে হায় ডুবায়ে নিরয়ে।
বল গুরুদেব!
জীবের দুর্গতি এত সহি কি প্রকারে?
ধর্ম্ম-অবনতি—ঈশ্বর-অস্তিত্ব লোপ
হেরি কোন্ মতে?
আমার যা' সাধ্য প্রভু,
প্রাণপণে তাহা করিব সাধন।
সঁপিনু জীবন মম এ ব্রত পালিতে।
এবে সেই সর্ব্ব শক্তিমান
একমাত্র মোর ভরসা কেবল।
দুস্তর-জলধি-মাঝে
তাঁর পদ-তরী মাত্র আশ্রয় আমার।
কত দুঃখ দেব মোর করিব বর্ণন?
মনোভাব প্রকাশিতে নাহি মিলে ভাষা!
যে বিষ-দহনে মম জ্বলিছে হৃদয়,

দেখাবার হতো যদি দেখাতেম তবে।
অহো!
যাঁহা হতে আসিলাম এই ভবধামে
সর্ব্বজীব শ্রেষ্ঠ হয়ে বিবেক লভিয়ে,
কি কার্য্য করিনু তাঁর?
যদি অপব্যয়ে ফুরাইনু সব
সেই মহাধন,
তবে এ বৃথা প্রাণ ধরে কিবা ফল?
এই হেতু গুরুদেব!
চলিলাম সন্ন্যাস-আশ্রম—
উদ্‌যাপিতে এই সত্য মহাব্রত!
প্রাণ মন
উৎসর্গ করিনু আজি হতে।
কাটাইব এ জীবন এরূপ ভাবেতে—
অতিক্রমি ভিন্ন ভিন্ন দেশে;
ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিব সাধন।
জীবের দুর্গতি
যদি কিছুমাত্র দেব পারি হে কমাতে,
তবেই সার্থক হ'বে এ মর জীবন!
এ হেন উদ্দেশ্যে যেন হই হে সফল—
সক্ষম হই হে যেন কর্ত্তব্য সাধিতে
এই মাত্র দেব মিনতি শ্রীপদে!

গুরু। শঙ্কর রে!
তোর কথা শুনি মৃতপ্রাণ হইল সজীব!
কে তুই রে বল বৎস!
তরাতে আসিলি জীবে মানব রূপেতে?
ধন্য তোর পিতা মাতা,
সার্থক জনম তোর মানব-জীবনে!
ঈশ্বর-সমীপে শুধু করি এ প্রার্থনা—

কায়মনোবাক্যে শুধু করি আশীর্ব্বাদ—
পূরে যেন তোর এই শুভ মনস্কাম।
(উন্মাদিনী ভাবে বিশিষ্টার প্রবেশ)
(ক্রন্দন স্বরে)
কোথা যাস্ ওরে শঙ্কর-রতন—
ত্যেজি তোর দুঃখিনী জননী?
ওরে!
এতই কি তোর কঠিন অন্তর?
কিছুতেই না শুনিলি মানা?
বাপ্ আমার,
একান্তই যদি তুই হবি রে সন্ন্যাসী—
কাটাইয়ে স্নেহ দয়া মায়া,
তবে আগে বধ কর্ মোরে—
তাহা হলে নিষ্কণ্টকে যাবিরে চলিয়ে।
থাকিবেনা আর কোন বাধা,
কেহ হবেনা রে প্রতিবাদী তোর্।
শঙ্কর রে! কত আশা
দিয়েছিনু স্থান হায় হৃদয়-কন্দরে;
কিন্তু
সে দুরাশা এত দিনে মোর,
আকাশ-কুসুম সম হ'লো পরিণত!
বড় সাধে সাধিলিরে বাদ।
ভাল তোর শিক্ষা-পরিণাম—
গুরুভক্তি-পরিচয়!
অথবা রে কেন দোষি তোরে,
অভাগিনী ঘোর পাপিনী আমি,—
পূর্ব্ব জন্মে
কারো পুত্র ধনে করেছি বঞ্চিত—
নিদারুণ দুঃখ দিছি প্রাণে,

সেই কর্ম্ম ফল ভোগ করি এইক্ষণে!
হা বিধাতঃ এই ছিল মনে! (অধিকতর ক্রন্দন)

শঙ্ক। বড় ব্যথা পাইনু জননী
শুনি এই মর্ম্মভেদী বাণী।
আমার এই শুভ দিনে সুখের সময়ে,
সাজে কি জননী তব এই হেন ভাব?
সন্তানের শুভ কাজে জননীর বাধা?
মাগো! পূর্ব্বেই ত তব কাছে লয়েছি বিদায়
তবে পুনঃ
কেন মোরে দিতে বাধা আসিলে এখানে?

বিশি। দায়ে পড়ে দিয়েছিনু মত;
কিন্তু প্রাণ ত কিছুতে বুঝেনা।

শঙ্ক। মাগো! যবে
প্রাণ-পাখী বাহিরিবে পাপ-দেহ হ'তে,
রুদ্ধ শ্বাস বদ্ধ কণ্ঠ হবে সেই দিনে,
সে সময়ে—
কি সম্বন্ধ থাকিবে মা তোমায় আমায়?
বড় জোর দুই দিন মায়ায় পড়িয়ে
কাঁদিবে আমার লাগি;
কিন্তু মা!
চিরদিন তরে কি গো ভাবিবে আমায়?
তাই বলি মাগো,
প্রকৃত 'আপন' কেহ নাহি এ জগতে,—
একমাত্র প্রেমময় পরমেশ বিনে।
বিপদে, সম্পদে, দুঃখে সকল সময়ে,
কিবা বনে যোগীবেশে দারুণ সঙ্কটে,
কিবা রাজভোগে রাজার প্রাসাদে,
সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে—
তিনিই

একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু সবাকার,—
তাঁর প্রেম-বারি পান করে সবাজন!
তিনি ভিন্ন
সব শূন্য—সব ফাঁকী এই ধরিত্রিতে!
তাঁহা ছাড়া
নাহি কিছু সত্য নিত্য সার।
তবে কেন হারাব মা এ হেন সুহৃদে,—
মজে এ
অলীক—অনিত্য ও অসার বিষয়ে?
(ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সহসা বিকল চিত্তে)
—কেবা পিতা—কেবা মাতা—কেবা পরিজন—
দারা সুত পরিবার বান্ধব স্বজন?
কেবা বল কার—গেলে প্রাণ আয়ু?
আমি কার—কে আমার?
কে তুমি—কে আমি মা এই মহীতলে?
জলবিম্ব সম—
উঠিতেছি পড়িতেছি কত শতবার—;
আছি কিন্তু একভাবে অনন্ত মিশায়ে।
কি অদ্ভুত ভাব মরি আহা।
কেহ নহে ভিন্ন সেই অনন্ত হইতে।
তবে আমি হায—
কেন এত ক্ষুদ্র 'আমি' হই?
এবে হতে তবে,
অনন্ত-সংসার দেখিব 'আমিত্ব' ভাবে,—
ক্ষুদ্র কীট অনু হ'তে মহান্ মানবে!
আত্মতত্ত্ব করিব সন্ধান,—
একসূত্রে বাঁধিব সকলি
অন্তরের উদ্দেশ্য নিচয়!
মাগো!

বুদ্ধিমতী তুমি কি বলিব আর,—
এখনও প্রসন্না তুমি হও মম প্রতি।
পায়ে ধরি মা তোমায়—
দাও হাসি মুখে বিদায় আমায়! (পদধারণ)

বিশি। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উঠাইয়া) শঙ্কর রে!
শুনি তোর জ্ঞান কথা চৈতন্য লভিনু।
কিন্তু হায় প্রাণ যে বুঝে না;
এই হেতু অনুরোধ করি তোরে বাপ—
সংসারী হইয়ে তুই যাহা ইচ্ছা কর্!

শঙ্ক। নাগো! কেমনে তা'হবে বল?
সংসারে থাকিয়ে—সংসারী হইয়ে—
কেবা বল পায় গো ঈশ্বর?
কেবা হয় প্রকৃত ধার্ম্মিক?
কামিনী কাঞ্চন—
মায়া মোহ যথা আছে বিদ্যমান,
কোন্ কালে তথা হয় মা মঙ্গল?
বিষয়-বাসনা-বিষ করয়ে অস্থির—
হতে হয় ইন্দ্রিয়ের দাস;—
স্বার্থ-অরি ঘোর প্রপীড়নে
যায় দূরে—ন্যায় ধর্ম্ম—জ্ঞান;—
বিবেক সততা আদি
জীবনের প্রিয় সহচর,—
করে দূরে পলায়ন পাপ-দেহ হতে।
এই হেতু সঙ্কীর্ণতা কুটিলতা আদি—
জীবনের অধোগতি পাপ-সহচর,
করে মন অধিক
সেইকালে
ঈশ্বর হইতে—ছেড়ে ধর্ম্মপথ
অনেক অন্তরে থাকে মন।

এইরূপ কত শত রয়েছে ব্যাঘাত
কি আর বলিব মাগো বুঝিছ সকলি।
হেন স্থলে কেমনে মা বল হেন কথা ?
অতিক্রমি সংসারের এত বিঘ্ন বাধা
কেমনে হবে মা বল অভীষ্ট সাধন ?
এ হেতু করিনু স্থির সন্ন্যাস-আশ্রম—
জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাবারে।
এবে একমাত্র করি মা মিনতি,
প্রফুল্ল-পরাণে দেহ বিদায় আমায়।

বিশি। (স্বগত) কি উত্তর দিব এ কথায় ?
না সরে কণ্ঠেতে স্বর!
(অধোবদনে বিষণ্ণ ভাবে চিন্তা)

শঙ্ক। কেন মাতঃ রহ মৌন ভাবে ?
বিলম্ব না সহে—
দেহ ত্বরা সদুত্তর মোরে।

বিশি। (স্বগত) বিশ্বেশ্বর!
তব ইচ্ছা পূরিল এবার।
এই মনে ছিল হে শঙ্কর!
(প্রকাশ্যে) কি বলিব ওরে বাপধন!
বচন না সরে মুখে—হৃদ্‌কম্প হয়,—
মনে হলে তোর এ চির বিচ্ছেদ।
কেমনে ভুঞ্জিবি তুই কঠোর-সন্ন্যাস,
এ ভাবনা হৃদে মোর বাজে শেল সম।
(ক্ষণপরে) হে শিব শঙ্কর ভয় বিঘ্নহর,
অশিব নিকর নাশন,
ত্রিতাপ তাপ হারী অকুল-কাণ্ডারী
অনাদি মঙ্গল-কারণ।
দয়ার সাগর, বিশ্ব মূলাধার,—
মহেশ! মহিম অপার,

মোর শঙ্করেরে দেখো সদা কাছে রেখো,

তুমি হে ভরসা আমার ॥

—সর্ব্বশক্তিমান লীলাময় দেব !

তব ইচ্ছা কে করে খণ্ডন ?

(শঙ্করের প্রতি) কি বলিব আর বাপ শঙ্কর আমার

আশীর্ব্বাদ করি তোরে—পূরুক কামনা ।

কিন্তু—মোর মৃত্যুকালে

একবার দেখাদিস্ বাপ্ ।

শঙ্ক । প্রতিজ্ঞা করিনু মাতঃ পালিব নিশ্চয় । (মাতৃচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

(বিশিষ্টার সজলনেত্রে পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ ও মুখ-চুম্বন করণ)

শঙ্কর । আসি তবে গুরুদেব—পিতৃব্য সুজন !

বিদায়—বিদায় সবায় ! !

(উভয়ের চরণে ভক্তিভরে প্রণাম ও আলিঙ্গন)

রামা । (স্বগত) ভগবন !

পুনর্জন্মে পাই যেন তোমা ।

গুরু । (সদুঃখে) ফুরাল শঙ্কর-লীলা সংসার-আশ্রমে !

(শঙ্করাচার্য্য ও শিষ্যগণের পূর্ব্বোক্তমতে পূর্ব্বোল্লিখিত গীত গান করিতে ২ একদিকে—ও ভিন্ন দিকে অন্যান্য সকলের ভগ্ন-হৃদয়ে প্রস্থান ।)

ইতি তৃতীয়াঙ্ক ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য——নিবিড় অরণ্য-সংলগ্ন পাহাড় ।

(গিরি শৃঙ্গস্থ একটি সোপানে উপবেশনাবস্থায় শঙ্করাচার্য্যের নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যান—ও ক্ষণপরে গীত ।)

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ——মধ্যমান ।

সঁপেছি মন প্রাণ তোমায় পরমেশ ;

ভরসা শ্রীচরণ—কেবলি আমার ।

তোমা বিনা নাহি জানি সংসার-মাঝারে ;—
কাহারে না চিনি বলিব কি আর।
অকূলে পড়েছি দেব, অবিদিত নাহি তব,
কর মুক্ত এ বিপদে রাখ হে মহিমা ;—
পূরে যেন বাসনা—হে বিশ্ব-আধার॥

শঙ্কর। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করনানন্তর স্বগত)
অপার অকূল মম চিন্তা-স্রোতস্বিনী।
আশা মম সুদুর্লভ ;
দুরাশাতে পরিণত হইবে কি শেষে ?
এত চেষ্টা ও উদ্যম হবে কি নিষ্ফল ?
হবে কি সকলি বৃথা—পণ্ডশ্রম (ক্ষণ নিস্তব্ধের পর)
না—কভু না হইবে তাহা ;
অবশ্য হইবে মম উদ্দেশ্য পূরণ।
ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য কর্ত্তব্য-পালন,
সদা যার ধ্যান যপ তপ—
জীবনের লক্ষ মাত্র এক,
হেন জন কখনও না হয নিরাশ ;
নিশ্চয়ই পূরিবে তবে মম মনোরথ।
দুশ্চিন্তা—নৈরাশ্য আদি হৃদয়-শোষিণী,
তবে কেন পায় মম মানসেতে স্থান ?
হই আমি কেন তবে এ হেন ব্যাকুল ? (ক্ষণপরে)
অমঙ্গল এবে আর না ভাবিব চিতে ;—
যা' করেন তিনি—ভরসা তাঁহার—
তাঁর কৃপা-বল মাত্র সহায় আমার !

(অনতিদূরে মনোহর বালক বেশে আত্মার প্রবেশ)

—(স্বগত) আহা !
মনোহর—চিত্ত স্নিগ্ধকর
কাহার এ শিশু ?
মরি মরি কি সুন্দর মুখচ্ছবি।

ধন্য হে ঈশ্বর তব সৃজন-কৌশল!
শিশু মুখ হেন পবিত্র মধুর?
জানিলাম—
শিশুমুখে যথার্থই তব প্রেম ভাব!
(অবতরণানন্তর প্রকাশ্যে) হে প্রিয়দর্শন!
কেবা তুমি—কিবা তব নাম—কাহার সন্তান?
আসিছ হে কোথা হ'তে—যাইবে কোথায়?
দেহ সদুত্তর শিশু—তুষ্ট কর মোরে!

আত্মা। নাহি পিতা—নাহি মাতা—নাহি মম নাম,
গন্তব্য আমার নাহি কোন স্থান;—
নহি আমি দেবতা মানব
যক্ষ রক্ষ কিন্নর দানব,—
নহি আমি
ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়—বৈশ্য—শূদ্রজাতি;
কিম্বা
ব্রহ্মচারী—গৃহী—বানপ্রস্থী
অথবা বিরাগী সন্ন্যাসী!
এ সকলি কিছু নহি আমি,—
কিন্তু আমি সত্য নিত্য নির্ব্বিকার
অন্তরাত্মা—পূর্ণ জ্ঞানরূপী!
আছি সর্ব্বভূতে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়ে—
অথচ নির্লেপী বিচিত্র ভাবে!
(সহসা বিলীন হওন)

শঙ্ক। (কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া)
এঁ্যা! কি শুনিনু—কি দেখিনু আহা!
বুঝি নিদ্রা ঘোরে হেরি এ স্বপন?
না—জাগ্রত যে আমি—
কিছুই যে না পারি বুঝিতে!
কে এ শিশু?—অকস্মাৎ কোথায় যাইল?

এ গভীর তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে শিখিল ?
আসিল কি কোন দেব ছলিতে আমায় ?
কিছুই যে নাপারি বুঝিতে! (বিস্মিত ভাবে পরিক্রমণ)
—ওঃ! এ রহস্য-ভেদ হ'লো এতক্ষণে!—
এতক্ষণে হ'লো মোর চৈতন্য উদয়।
ধ্যানবলে প্রত্যক্ষ হেরিনু—
শিশুরূপী পরম আত্মারে!
ধন্য হে ঈশ্বর তব অপার মহিমা!
হায়! আমি চির আত্ম ভোলা;
বুঝিতে পারিনে তাই এ বিচিত্র লীলা।
যাই এবে সম্মিলিত হ'তে শিষ্যগণে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—মধ্যার্জ্জুন নগরস্থ শিব-মন্দির।

(সম্মুখ প্রাঙ্গনে কয়েকজন শিবোপাসকের প্রবেশ)

১ম। দিগ্বিজয়ী শঙ্করাচার্য্য সমস্ত দেশেই আপন 'অদ্বৈত' মত প্রচার করছে; অনেকেই তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। না জানি, আমাদেরি বা পরিণাম কি হয়।

২য়। না ভাই, সে-কথা মনেও স্থান দিওনি। এখানে 'ফোঁ ফাঁ' করতে এলে উল্টে দু'কথা শুনে যাবে।

১ম। আরে ভাই সে তেমন পাত্র নয়;—তাকে কথায় আঁটে কার সাধ্য! বাবা! এমন ত বিচার শক্তি নয়—যেন কেউ তুবড়ীতে আগুন দেয়।

৩য়। যা বল, প্রকৃত লোকটা খুব শাস্ত্রজ্ঞ;—পাণ্ডিত্য বেশ আছে!

১ম। আছে! তা না থাকলে কি আর এই টুকু বয়সে এত প্রতিপত্তি লাভ করে?—না এত দলপুষ্ট হয়?

২য়। বাঃ—এই যে বলতে না বলতে দল বল নিয়ে হাজির! এই না? দেখ দেখি

৩য়। হাঁ—তাত বহেইত্র। এই যে আমাদের গাঁয়ের ও অনেক গুলোকে দলে নিয়েছে!

(শঙ্করাচার্য্য, শিষ্যগণ ও অন্যান্য কয়েকজন লোকের প্রবেশ)

১ম লো। এই শিব অতি জাগ্রত,—ইনি যা প্রত্যাদেশ করবেন, আমরা তাই সত্য বলে শিরোধার্য্য কর্‌বো।

১ম শিবো। ব্যাপারটা কি হে?

২য় লো। ইনি অদ্বৈতবাদের গুরু, নাম,শঙ্করাচার্য্য। দ্বৈত আর অদ্বৈত বাদের মধ্যে প্রকৃত সত্য কি, তাই বিচার করবেন।

১ম শিবো। তা, কি ঠিক হলো?

২য় লো। ভগবান শিব সাধারণ সমক্ষে যা' প্রত্যাদেশ কর্‌বেন, তাই সত্য বলে গণ্য হবে!

৩য় শিবো। হাঁ! এ অলৌকিক ঘটনা আচার্য্য যদি কর্‌তে পারেন, তবে আমরা ও আনন্দের সহিত এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবো।

১ম শিবো। বোম্ ভোলা! বেশ পরামর্শ হয়েছে।

(শঙ্করের শিব সন্নিধানে গমন ও প্রণামানন্তর দণ্ডায়মান হইয়া)

—বিশ্বেশ্বর!
বিষম সমস্যা মাঝে পড়েছি হে আমি,—
কর মোরে পরিত্রাণ নাথ!
অন্তর্যামী ত্রিলোচন!
অজ্ঞানগণের হৃদে দেহ জ্ঞানালোক,—
সত্য পথ দেখাও সবারে—
রাখি তব সত্যের মহিমা!
মনোবাঞ্ছা দেব পুরাও আমার।
ভগবন!
দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ
এরি মধ্যে সত্য কি বলহে?
পুনঃ বলি রেখো প্রভো সত্যের মহিমা!
জয় শিব মঙ্গল কারণ!

(ভগবান শিবের সৌম্যমূর্ত্তিতে স্বশরীরে আবির্ভাব ও মেঘ গম্ভীর স্বরে)

,সত্যমদ্বৈতং ! সত্যমদ্বৈতং !! সত্যমদ্বৈতং !!! (অন্তর্ধান)

(সকলের বিস্ময়াবিষ্ট হওন ও পরস্পরের প্রতি অবলোকন)

১ম শিষ্য। (আচার্য্যের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া)

কেবা তুমি আইলে ছলিতে

সত্য কহ মহাভাগ !

শঙ্কর। (ত্রস্ত ভাবে পশ্চাতে আসিয়া)

একি—একি !

ছি ছি অকল্যাণ কেন কর মোর !

১ম লো। ধন্য হইনু দেব তোমার প্রসাদে.

পাপ-চক্ষে হেরিলাম পরম ঈশ্বর !

তব অদ্বৈত মত করিব পালন।

২য় লো। ঘোর নারকী মোরা—

তাই ছিনু এতদিন অজ্ঞান আঁধারে !

পাইলাম এবে জ্ঞানালোক ;

করিব তোমার মতে ঈশ্বর সাধন।

২য় শিষ্য। মোরাও সন্ন্যাসী হ'ব তোমার সহিত।

শঙ্কর। সাধারণ পক্ষে ইহা অতি সুকঠিন,

কর্ত্তব্য ও নহে কদাচন।

আত্মতত্ত্ব যবে জীব পারিবে বুঝিতে,

আধ্যাত্মিক বলে যবে হবে বলীয়ান,

মায়া মোহ জড়ভাব হ'বে বিদূরিত,

জীব ও ঈশ্বরে কি সম্বন্ধ পারিবে বুঝিতে,

সেই কালে অদ্বৈত মতে হবে অধিকারী।

কিন্তু যতদিন এ গভীর জ্ঞান

না পারে লভিতে জীব,

ততদিন

শিব, দুর্গা, কৃষ্ণ, কালী আদি

ভজিবে পূজিবে সদা সরল অন্তরে ;

জ্ঞানের বিকাশ ক্রমে হবেও ইহাতে
ব্রহ্ম সন্নিধানে যাবে ক্রমে ক্রমে।
এই হেতু
মহাজ্ঞানী সুপণ্ডিত শাস্ত্রকারগণ,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করেছে ব্যাখ্যাত
ঈশ্বর স্বরূপ আদি।
বিশ্বাস ও ভক্তি অনুযায়ী
লভিবে সকলে ফল।
কিন্তু সূক্ষ্মভাব করিলে গ্রহণ,
এ ব্রহ্মাণ্ডে
এক ভিন্ন দুই নাই কিছু
জীবের মায়া ত্যাগ হলে—
ব্রহ্মে তাহে না থাকে প্রভেদ!
আরো ধীর ভাবে হের
দেখিবে, একই উদ্দেশ্য সকল ধরমে
কিন্তু হায় অজ্ঞানতা হেতু,
সাধারণে না পেরে বুঝিতে
করে বৃথা গোলযোগ;—
বৈরীভাবে দেখে পরস্পরে!
কিন্তু এ অদ্বৈতবাদ
জ্ঞানজন অভিমত সত্য—নিত্য—সার,
মুক্তির একমাত্র অমোঘ উপায়!

১ম শিষ্য। বুঝিলাম এবে দেব তত্ত্বকথা তব।
কিন্তু প্রভু,
জানিতে বাসনা করি
মোক্ষপথ লভিবারে কি আছে উপায়?

শঙ্কর বৈরাগ্য বিবেক মাত্র তাহার উপায়!
সংসারে থাকিয়ে
সেই ভাব না পায় সকলে;

সংসারের ঘোর কুটীলতা
মায়া মোহ আদি,
দেয় বাধা অশেষ প্রকারে!
এই হেতু বলি
ভক্তিসহ সন্ন্যাস-আশ্রম—নিত্য মোক্ষপথ!

২য় শিষ্য। তবে দেব কৃপা করে
দেহ শ্রীচরণে আশ্রয় সবারে!

শঙ্কর। পরম্ করুণাময় সত্য সারাৎসার
করিবেন তিনিই মঙ্গল!

২য় লোক। জয় গুরুদেব! জয় তব জয়।

সকলে। জয় ধর্ম্মের জয়—জয় সত্যের জয়!

শঙ্কর। চল তবে যাই সবে গন্তব্য স্থানেতে,
বৃথা আর বিলম্বে কি ফল!

সকলে। শিরোধার্য্য-আজ্ঞাতব!

সত্যমদ্বৈতং! সত্যমদ্বৈতং!! সত্যমদ্বৈতং!!!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—বারানসী—পথ।

(চণ্ডালবেশে বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ)

বিশ্বে.। আজ পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্যকে পরীক্ষা করাই আমার প্রধান কার্য্য! দেখি, নশ্বর জগতের ভীষণ মায়াচক্র হ'তে দুর্দ্দমনীয় রিপুকুলকে ইনি কিরূপ আয়ত্ব করে, ভব-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন; আর এই অনন্ত জগৎকেই বা এখন কেমন ভাবে দেখ্‌ছেন! আজ দেখব, সর্ব্বজন ঘৃণিত চণ্ডালের সহিত ইনি কিরূপ ব্যবহার করেন! এই যে নাম কর্‌তে কর্‌তে আচার্য্য এইদিকে আস্‌ছেন। ভাল একটু পথ যুড়ে দাঁড়াই! (তথাকরণ)

(স্নান করণানন্তর পবিত্র বেশে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্ক। (স্বগত) আমলো, রাস্তার মাঝে আবার এক চাঁড়াল! ভাল আপদেই যে পড়্‌লেম। কোথা এলেম গঙ্গাস্নান করে একটু পবিত্র হয়ে—বিশ্বে-

শ্বরের পূজা করব বলে,—তা কিনা এ বেটা রইলো পথ জুড়ে! (প্রকাশ্যে) বলি ওহে বাপু, সর দেখি,—তোমার কি একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই? যাচ্চি গঙ্গা-স্নান করে—মাঝে তুমি রইলে পথ জুড়ে! এখন রাস্তা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াও,—যাই বেলা হলো—বিশ্বেশ্বরের পূজা করতে হ'বে!

বিশ্বে। কারে সরতে বলছেন?

শঙ্কর। কারে আর তোমাকে, এখানে আর কে আছে?

বিশ্বে। আমায় বলছেন—না আমার এ শরীরকে বলছেন?

শঙ্কর। তোমায় বলছি কি শরীরকে বলছি—বুঝতে পাচ্ছনা?

বিশ্বে। আমায় বলায় ত আপনার কোন ফল হবে না

শঙ্কর। বেটা, তুই নীচ জাত চাঁড়াল, তোকে ছুঁলে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

বিশ্বে! কোন্ শাস্ত্রে এ কথা শিখেছেন?

শঙ্কর। তোর সঙ্গে অত বকবার আমার সময় নেই; নে শীগ্‌গির পথ ছেড়ে দে।

বিশ্বে। গঙ্গার জলে 'গু গোবর' পড়লে কি গঙ্গার মাহাত্ম্য যায়?

শঙ্কর। এ কথা বলবার হেতু কি?

বিশ্বে। স্বচ্ছ জলে সূর্য্য কিরণ পড়ে, আর সেই সূর্য্যকিরণ যদি অপবিত্র সুরাপূর্ণ পাত্রে প্রতিফলিত হয় তা হলেকি সূর্য্যের পবিত্রতা নষ্ট হয়—না প্রেমিকের হরিণাম পাপীর মুখে উচ্চারণ হ'লে তার ব্যতিক্রম ঘটে?

শঙ্কর। (কিছু আগ্রহের সহিত) বাপু, তোমার কথার ভাব কিছু বুঝতে পাচ্চি না—সব খুলে বল।

বিশ্বে। আমার প্রাণের প্রাণ—অনন্তব্যাপী নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দ যে ব্রহ্ম বা আমার অন্তরস্থিত আত্মা, তাহা কি তোমার ঐ পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা হইতে ভিন্ন? যদি বল আমার এ দেহ অপবিত্র, কিন্তু তাহার উত্তর, এ দেহ কি? ক্ষিতি, অপ, তেজ, মারুত, ব্যোম, এই পঞ্চভূত ছাড়া ত আর কিছু নয়! কাজেই এত গেল জড়, এর সঙ্গে 'আমার' সম্বন্ধ কি! এর ত নড়বার ক্ষমতাই নেই।—এ পবিত্র হোক আর অপবিত্র হোক, তাতে আর যায় আসে কি? এ নশ্বর জড় দেহের কার্য্য শেষ হলেই ত এ পঞ্চভূতে মিশাবে। এতে তোমার আমার ত কোন পার্থক্যই থাকবে না। তবে তুমি আমায়—

আমার এই—রূপ—রস—স্পর্শহীন, মন—বুদ্ধি—চিত্তাহঙ্কারাতীত অবিনশ্বর সূক্ষ্ম, সর্ব্বজ্ঞ, অনন্তব্যাপী পূর্ণাত্মায় কোথায় নড়িতে বল? এর স্থান কোথায়? এ যে সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বস্থানেই পূর্ণ। আর এ দেহের ত নড়বার ক্ষমতাই নেই? যেহেতু এ জড়! এখন তবে বুঝে দেখ, আমায় সরে যেতে বলায় তোমার কোন ফল হলো না! হে মহাত্মন! "দেহ দৃষ্টিতে আমি তোমার দাস,—জীব দৃষ্টিতে তোমার অংশ—এবং আত্ম দৃষ্টিতে তুমিই আমি!!"

শঙ্ক। (ব্যগ্রতার সহিত আকুল প্রাণে আলিঙ্গনানন্তর)

ভগবন!
পাপচক্ষু হলো উন্মীলিত,
অজ্ঞান তিমির দূর হলো জ্ঞানালোকে।
হে মহাভাগ।
আর কেন দীনে করেন ছলনা?
হও স্বপ্রকাশ দেখাও স্বরূপ,
ক্ষমা কর মূঢ়ে নিজ ক্ষমাগুণে,
যথেষ্ট সুশিক্ষা দিয়েছেন প্রভু।

বিশ্বে। শঙ্কর!
পরীক্ষাই কার্য্য মোর জানিও জগতে!
(স্বরূপে প্রকাশিত হওন)

শঙ্ক। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব)

জয় বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ত্রিলোক পূজিত
ত্রিগুণ অতীত ত্বংহি শিব;
জয় বিশ্ব বিমোহন মদন মর্দ্দন
সত্য সনাতন ত্বংহি ধ্রুব!
জয় নিত্য নিরঞ্জন অনাদি কারণ
নিখিল তারণ দর্পহারী;
জয় সর্ব্ব মূলাধার হে পরাৎপর
জ্ঞান নির্ব্বিকার—ত্রিপুরারি।
জয় চিদানন্দময় মঙ্গল আলয়
শান্তি প্রেম ময় ত্রিলোচন।

জয় সৃষ্টি স্থিতি-লয় কারণ অব্যয়
নিত্য লীলাময় পঞ্চানন।
জয় সর্ব্ব শক্তিমান জগত জীবন
সন্তাপ নাশন গুণাকর ;
জয় পতিত পাবন অনাথ শরণ
বিপদ বারণ মহেশ্বর।
জয় শশাঙ্ক শেখর পিণাকি শঙ্কর,
অনন্ত ঈশ্বর নমঃ নমঃ ;
ওহে করুণা নিধান কর শান্তিদান
নাশি অহংজ্ঞান তম মম।

(পুনর্ব্বার সাষ্টাঙ্গে প্রনিপাত)

বিশ্বে। হে আচার্য্য শঙ্কর—ভোলা মহেশ্বর !
আত্মভোলা তুমি চিরকাল ;
সেই হেতু ভোলানাথ নাম !
সন্তুষ্ট হইনু আমি তব ভজনাতে,
হবে তব বাসনা পূরণ—
বিজয়ী হবে হে তুমি অদ্বৈত বাদেতে !
এবে মম আজ্ঞা এক পালহ যতনে ;—
করহ বিশদ ভাবে বেদ ব্যাখ্যা আদি
প্রকৃত শাস্ত্রীয় মতে !
তুমি মাত্র যোগ্য এর জানিও নিশ্চয়
সাবধান—দেখো যেন অন্যথা না হয় ! (অন্তর্দ্ধান)

শঙ্ক। হরি—হরি !!
অন্তর্য্যামি ! এত ছিল মনে ?
সুপ্রভাত হয়ে ছিল আজ !
উপযুক্ত শিক্ষা তাই পেয়েছি অন্তরে ;
এত দিনে হলো মম চৈতন্য উদয়।
লীলাময়—ধন্য তব লীলা !!

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য—কাশী—মণিকর্ণিকার ঘাটের একপার্শ্ব।

(পদ্মপাদ, বিষ্ণুগুপ্ত, আনন্দগিরি, হস্তামলক প্রভৃতি
শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের পাঠ্যাবস্থায় আসীন।)

আন। ভ্রাতৃবৃন্দ! ধন্য মোরা ভাগ্যবান ;
তেঁই লভেছি হে হেন শ্রীগুরু-চরণ।

পদ্ম। তারিতে পাতকী জীব নর নারীগণে,
পাপাক্রান্ত ভব-ভার লাঘব কারণ,
সত্য সিদ্ধ বেদ-বাক্য করিতে প্রচার,
শুদ্ধাদ্বৈত মতে সবে করিতে দীক্ষিত,
ভগবান শূলপাণি সাক্ষাৎ শঙ্কর,
বিরাজেন ধরা মাঝে আচার্য্যের বেশে।
পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফলে—প্রেম ডোরে মোরা
বেঁধেছি তাহারে সবে—কি আনন্দ বল।

বিষ্ণু। শাস্ত্রপাঠ কি করিব আর ,—
শ্রীমুখের বাণী শুনি তাঁর,
মন প্রাণ প্রেমভাবে হওয়ে বিভোর,—
আত্মহারা হই যেন চৈতন্য হারায়ে!

হস্তা। আসিছেন গুরুদেব মরি কি ভাবেতে!

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ ও শিষ্যগণের সসম্ভ্রমে প্রণাম)

শঙ্ক। শিষ্যগণ!
পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে আছি বহুদিন ;
এই হেতু করি অভিলাষ,
ভ্রমিবারে ভিন্ন ভিন্ন দেশ।
বহুস্থান পর্য্যটন বিনা—
অভিজ্ঞতা লাভ নাহি হয় কভু।

শিষ্যগণ। শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা প্রভু।

শঙ্ক। শারীরক ভাষ্য মোর বুঝেছ কি সব ?

পদ্ম । প্রভুর চরণাশ্রয় পেয়েছি যখন,
অজ্ঞতা কি রহে তাহে—সম্ভব কখন ?

শঙ্ক । অদূরে কে আসে ঐ প্রাচীন ব্রাহ্মণ ?
(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে বেদব্যাসের প্রবেশ)

বেদ । বলি ওহে বাপু, তুমি কে ? আর কোন্ শাস্ত্রই বা আলোচনা কচ্ছ ?

আন । দ্বিজবর !
অদ্বৈত বাদী ইনি—গুরু মো সবার ;
শারীরক সূত্র-ভাষ্য এঁ'রি রচিত,—
বেদান্ত-সম্মত সার সত্য মত
অদ্বৈত বাদ, যাহে হয়েছে নির্ণীত ;
শিখিতেছি মোরা সবে সেই তত্ত্বজ্ঞান ।

বেদ । (আচার্য্যের প্রতি) বলি, তোমার শিষ্যগণ বলে কি হে ? এরা কি উন্মাদ না বায়ুগ্রস্থ ? তোমাকে ভাষ্যকার—এ কি কথা বলে ? ভাষ্য যাক চুলোয়,—আরে তুমি বেদব্যাসের যথার্থ বর্ণিত একটি সূত্র বল দেখি ছাই ?

শঙ্ক । বিপ্রবর ! শত শত নমস্কার
ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য-চরণে ;
তাঁ সবার পদধূলি শিরে লই আমি ।
হে ব্রহ্মণ্ ! জিজ্ঞাস, যা' ইচ্ছা তব,
যথাশক্তি দিব পরিচয় ।
ব্যাস সূত্রে কিবা মোর আছে অধিকার ?

বেদ । আচ্ছা বল দেখি, " তদনন্তর প্রতিপত্তৌ রহতি সংপরিষ্কক্তঃ " এর ভাবার্থ কি ?

শঙ্ক । (স্বগত) কে এ ব্রাহ্মণ ?
হেন সুক্ষ্মতর গূঢ় প্রশ্ন কি হেতু করিল ?
আছে শত যুক্তি পূর্ব্ব পক্ষে এর ;
বিরুদ্ধ বাদে ও প্রমাণ বিস্তর ।
সহজে ত মীমাংসা এ হবেনা কখন ?
(জনান্তিকে পদ্মপাদের প্রতি)

কেবা এ ব্রাহ্মণ? কিছুই যে পারিনে বুঝিতে!

পদ্ম। (জনান্তিকে) গুরুদেব!

অনুমানি কোন মনিষী তাপস

ছদ্মবেশে এসেছেন হেথা।

(ক্ষণপরে) অনুমান কেন—প্রত্যক্ষ ঐ দেখ দেব,

অলৌকিক জ্ঞানজ্যোতি নয়নে—আননে,

খেলিছে বিজলী সম প্রতিভা বিতরি'।

ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নিরাশি

অপ্রকাশ থাকে কতক্ষণ? (ক্ষণপরে)

নহে অনুমান—সত্য কহি প্রভো,

এ বৃদ্ধ নহেক সামান্য ব্রাহ্মণ,—

জগৎগুরু—পরমগুরু ইনি,—

স্বয়ং ভগবান্ বেদব্যাস হরি।

অতএব,

"শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ, ব্যাসোনারায়ণো হরি।

তয়োর্বিবাদ সংবৃত্তে, কিঙ্করা কিঙ্করোবাণিত।"

শঙ্ক। (ব্যাসদেব চরণে প্রণত হইয়া)

হে মহাভাগ!

কর ত্যাগ ছলনা এ দীনে;

অজ্ঞ হীন বুদ্ধি আমি—

চিনি নাই তাই তোমা জনে।

ব্যাসরূপী তুমি নারায়ণ,

বিশাল ভারত-গ্রন্থ অমূল্য-রতন—

অলৌকিক মহাকাব্য ভাবের সাগর,

তোমারি শ্রীমুখ হ'তে হয়েছে নিঃসৃত।

ধন্য ভবে তুমি মহাত্মন!

এবে কৃপাকরি একবার দেখায়ে স্ব-রূপ,

কর ধন্য অকিঞ্চন জনে।

বেদ। (স্ব-রূপে প্রকাশিত হইয়া) অবনীতে ধন্য তুমি হে শঙ্কর,

কৃতার্থ অদ্বৈত-গুরু আচার্য্য প্রবর।
শম্ভুর সভায় শুনি, তব ভাষ্যের কাহিনী,
ছদ্মবেশে আইনু হেথায় দেখিবারে তাহা।

শঙ্ক। আঃ ধন্য আমি—ধন্য মোর এ মর জীবন।
প্রভো! কোথা তব
মার্ত্তণ্ড-কিরণ সম সূত্র সমুদয়,
আর কোথা মোর
ক্ষুদ্র দীপ-শিখা ভাষ্য জ্যোতিহীন।
মহান্ হইতে মহোত্তম তুমি,
তেঁই এ উদার ভাব করিলে প্রকাশ।

বেদ। (শঙ্করের হস্ত হইতে ভাষ্য লইয়া ক্ষণকাল দর্শনানন্তর)
হাঁ—তোমারি এ উপযুক্ত বটে ;
এ বিশাল ভাষ্য গ্রন্থে
কোনস্থানে নাহি তব স্বীয় তম ভাব।
ওহে আত্মভোলা আচার্য্য শঙ্কর!
যোগ—ন্যায়—বেদ—ব্যাকরণে,
স্মৃতি—সাংখ্য—মীমাংসা—দর্শনে,
নাহি কেহ তব সম স্বর্গ ভূমণ্ডলে ;
তুমি নহেক প্রাকৃত,
গোবিন্দ স্বামীর শিষ্য—সাক্ষাৎ মহেশ ;
তবে কেন ভ্রম-ব্যাখ্যা বিরচিবে তুমি!
তোমা বিনা দেবাসুর নর ঋষি জনে,
মম মনোভাব কে পারে বুঝিতে?
অনেকে ত ভাষ্য রচিয়াছে,
কিন্তু তোমা সম কে দিয়াছে—
এ হেন সরল ভাব—অকাট্য প্রমাণ?
এবে এক কাজ কর,
ভেদ-বুদ্ধি-মূঢ়মতি নাস্তিক দুর্জ্জনে
করি পরাজয় স্বপ্রতিভা গুণে

অবনীতে স্বীয় মত করহ প্রচার;—
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবাদিও সম্মত যাহাতে।
তোমা বিনা কে রাখিবে সত্যের মহিমা ?

শঙ্ক। প্রভো! আয়ুঃ মোর হয়েছে যে শেষ।

বেদ। সত্য বটে, কিন্তু
তোমা ভিন্ন বেদান্তেরে কে দেয় আশ্রয় ?
কে দেখাবে পাতকীরে পথ ?
দেবকৃত আয়ুঃ তব অষ্টবর্ষ মাত্র,
স্বীয় যুক্তিবলে
অষ্টবর্ষ আরো পূরিয়াছে;
এবে ঈশ্বরের বরে, আরো
ষোড়শ বরষ তুমি রবে ধরামাঝে,—
তাঁহারই প্রিয়কার্য্য করিতে সাধন।
যোগচক্ষে ইহা আমি প্রত্যক্ষ হেরিনু;
যাও এবে স্বকর্ত্তব্য করহ পালন।

শঙ্ক। শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা প্রভো!

(শঙ্কর ও শিষ্যগণের ব্যাসচরণে প্রণাম ও ব্যাসের অন্তর্ধান)

শঙ্ক। হরি—হরি!! চল সবে দেশ পর্য্যটনে।

সকলে। তথাস্তু গুরুদেব!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য——প্রয়াগ—নদীতীর।

(প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে কুমারিল ভট্টপাদ ও
চতুর্দ্দিকে শিষ্যগণ বিমর্ষভাবে দণ্ডায়মান।)

ভট্ট। প্রিয় শিষ্যগণ।
আজ মোর জীবনের শেষ অভিনয়;
এ অন্তিম কালে,

গাও সবে একতানে অনন্ত মাতায়ে
পায়ুব পুলকিত মোক্ষ-হরি-গুণ-গান!
জগতের কোলাহল হ'তে,
লভিব বিরাম আজি শান্তি-নিকেতনে।

শিষ্যগণ। হরের্ণাম! হরের্ণাম!! হরের্ণামৈব কেবলম্!!!

(শিষ্যগণের কীর্ত্তন সুরে গীত)

হরিনাম-গুণগানে মজ ওরে মন।
এমন্ প্রেমভরা সুধাভরা আছে কিবা ধন।
ব্রহ্মা আদি দেব ঋষি, যাঁরে পূজে দিবানিশি,
শিব যাহে শ্মশানবাসী—ত্যেজি, কুবের ভবন।
(এমন নাম আর হবেনা রে)
ইহলোকে শান্তি মিলে, পরলোকে মোক্ষফলে,—
নিদান কালে প্রীতি-জলে—ভাসে আত্ম পরিজন॥
(এ নামের এমনি গুণ রে)

সকলে সমস্বরে। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

(অদূরে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। (স্বগত) মরি মরি কি বিস্ময়—কি অদ্ভুত ভাব!
জলন্ত-চিতায় এ হেন প্রসন্ন মুখ! ধন্য ধৈর্য্য—ধন্য তেজঃ!

ভট্ট। (আচার্য্যকে দেখিয়া) ভগবন্! কৃতার্থ হইনু আজ—
অন্তিম সময়ে হেরি তব শ্রীচরণ।
(অগ্নি-কুণ্ড হইতে উঠিয়া আচার্য্যের চরণ বন্দনানন্তর)
দেব! এ জীবনে শেষ দেখা এই।

শঙ্ক। ভক্ত শ্রেষ্ঠ ভট্টপাদ!
একি কথা তব? কোথা যাবে তুমি?
কেন হও আপন বিস্মৃত?
মোর কৃত ভাষ্য গ্রন্থ দেখাইতে তোমা
আইনু হেথায় আমি;
লোক মুখে শুনি তব বিষম কাহিনী,
প্রত্যক্ষও দেখিলাম তাই।

এবে ক্ষান্ত হও এ হেন ইচ্ছায়।

ভট্ট। ('আচার্য্যের ভাষ্য দর্শনানন্তর) স্বামিন!
মংকৃত অষ্ট সহস্র শ্লোক
বার্ত্তিকাখ্য হয়েছে রচিত;
অভিলাষ ছিল বড় মনে,
স্বামীকৃত এই ভাষ্য সমুদয়ে
করিয়া বার্ত্তিক—যশস্বী হইব;
কিন্তু ভাগ্য দোষে তাহা মোর না হ'লো পূরণ।
বিভীষণ কাল-চক্র কে রোধিবে হায়!
যাই হোক
মৃত্যুকালে স্বামীপদ দেখিনু যে আমি,
মম সম পাতকীর এইই গৌরব।

শঙ্ক। সেকি! কোথা যাবে তুমি?
ছাড় এ কামনা করি অনুরোধ।

ভট্ট। ক্ষমা করো দেব ধৃষ্টতা আমার!
শুন প্রভু পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মোর:—
আজিও যে বৌদ্ধদল দেখিছ চৌদিকে;
কিছু পূর্ব্বে ছিল এর শত শত গুণ;
তাহাদের ঘোর উৎপাড়নে
বৈদিক ধরম গিয়েছিল ছারেখার;
বেদ বেদান্ত শাস্ত্র হয়ে হতাদর,
নাস্তিকতা প্রাদুর্ভাব ছিলো চারিদিকে।
স্বধর্ম্মের এহেন দুর্গতি হেরি,
মনে পেয়ে দারুণ আঘাত,
সুধন্বা রাজার গৃহে লইনু আশ্রয়।
বৌদ্ধ মত করিতে খণ্ডন,
হইলাম দৃঢ়ব্রত অতি;
অগত্যা বাধ্য হইয়ে মোরে,
তাহাদের দুষ্য-গ্রন্থ পড়িতে হইল।

হায়! অভ্যাসের গুণাগুণ কে করে গুণন?
প্রাণপণে পাঠাভ্যাস করিতে করিতে,
ক্রমে বিশ্বাসের বীজ হলো অঙ্কুরিত।
বিষময় ফল শেষে ফলিল তাহাতে।
এক দিন গ্রহদোষে শ্রুতিতে ধরিনু দোষ;
ক্ষণপরে আত্মগ্লানি আসি,
চক্ষে জল পড়িল এ হেতু।
বৌদ্ধ দল ক্রোধোন্মত্ত হ'য়ে এ কারণ,
মন্ত্রণা করিল মোর বিনাশের তরে।
পাপযুক্তি হলো শেষে কার্য্যে পরিণত;
অত্যুচ্চ প্রাসাদোপরি হইতে আমারে
ফেলিল সকলে মিলি ঘোর বৈরীভাবে।
পতন সময়ে কহিনু কাতরে,
"যদি সত্য হয় বেদ, তবে কভু না মরিব"
'যদি' এ সংশয় বাক্য,
আর গুরু দ্রোহিতা হেতু,
এক চক্ষু মোর বিনষ্ট হইল।
হায়! কি নারকী আমি,—
একে গুরুদ্রোহিতা—কৃতজ্ঞতা হীন,
তাহে জৈমিনীর মতে ঈশ্বর অবজ্ঞা হেতু,
দাবানল সম পুড়িছে পরাণ মোর।
বিধর্ম্ম শিক্ষা—স্বধর্ম্মে সন্দেহ,
এই দুই মহাপাপ প্রায়শ্চিত্ত তরে,
অনলে পুড়িব আজ হরষ-অন্তরে।
হে মহাযশে!
জানি তুমি মহেশ্বর শিব;
অদ্বৈত মত করিতে প্রচার,
হয়েছ হে অবতার আচার্য্য স্বরূপ।
কৃতার্থ হইনু দেব তোমার দর্শনে;

মরিবারে কষ্ট আর নাহি কিছু মোর।

শঙ্ক। ষড়ানন! কেন হও আপন বিস্মৃত?
সৌগত কুল করিতে নির্ম্মূল,
তোমার ত জন্ম ধরা মাঝে;
হেন কার্য্যে কসুর কোথায়?
করি আমি তব প্রাণ দান,
মম ভাষ্যে করহ বার্ত্তিক তুমি।

ভট্ট। স্বামিন্! তব যোগ্য বাক্য বটে এই;
সাধ্যাতীত কিবা তব আছে এ ধরায়?
আমার জীবন দান—
তব পক্ষে অতি তুচ্ছ কথা;
ইচ্ছিলে হে তুমি,
জগৎসংহার করি—পুনঃ সৃষ্টি পারহ করিতে।
কিন্তু তথাপি
মোর ব্রত ভঙ্গে নাহিক বাসনা।
অতএব ধরি শ্রীচরণ
কর দান এ সময় ব্রহ্মাদ্বৈত ভাব—
সংসার-সাগরে যাহে পাব পরিত্রাণ।
আর এক নিবেদন এই,
মণ্ডন মিশ্রায় নামে আছে কর্ম্মী এক,
তাহারে জিনিলে—জগৎ হইবে জিত
তাঁর সম—কর্ম্মকাণ্ডে পক্ষপাতী নাহি দেখি কারে।
গার্হস্থ্যের প্রবর্ত্তক তিনি,
নিবৃত্তিতে অকৃত আদর;
যদি অদ্বৈত মত করেন প্রচার,
অগ্রে তাঁহারে কর পরাজয়।
জানি প্রভু আমি ধর্ম্মের জগতে
তব স্থান সবার প্রধান।
এবে তি ক্ষণ কাল

স্বকর্ত্তব্য কারব পালন। (অগ্নিকুণ্ডে পতন)

শঙ্ক। সত্যমদ্বৈতং! সত্যমদ্বৈতং!! সত্যমদ্বৈতং!!!

শিষ্যগণ। সত্যমদ্বৈতং! সত্যমদ্বৈতং!! সাত্যদ্বৈতং!!!

শঙ্ক। অহো ধন্য ধৈর্য্য—ধন্য তেজ ভট্টপাদ!
রহিবে জগতে তব কীর্ত্তি চিরকাল।
যাই এবে মণ্ডন মিশ্রের উদ্দেশে।

শিষ্যগণ। হে আচার্য্য প্রবর! তোমার দর্শনে
হইলাম মোরা সবে পাপহীন এবে;
ধন্য ভাগ্য মানি এ কারণ।

শঙ্ক। গুরুর ইচ্ছা হইল পূরণ।

[একদিকে শঙ্কর ও অন্যদিকে সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য——মাহিষ্মতীনগরী—মণ্ডন মিশ্রের বাটীর একঅংশ

শ্রাদ্ধোপযোগীবেশে মণ্ডন মিশ্র ও পশ্চাতে ব্যাসদেবের প্রবেশ; যথামা
শ্রাদ্ধকার্য্য আরম্ভ। ক্ষণপরে অন্যান্য উপকরণ লইয়া সারসবাণীর
(উভয় ভারতী) প্রবেশ ও দ্রব্যাদি যথাস্থানে রাখিয়া
পুরদ্বার রোধ পূর্ব্বক একস্থলে দণ্ডায়মান।

(নেপথ্যে গীত গাহিতে গাহিতে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্ক। ভৈরব——কার্‌ফা।

ভগবানে প্রাণ সঁপে মন সদানন্দে রহ।
ভবের কারখানা সব রে আলোচনা কর।
দুনিয়ার যেই সুখ সব দেখিছ কেমন,
তবে কেন যায় সাধ তাহে ওরে মূঢ় মন।
বাসনারে দিয়ে বলি হও রে নিষ্কাম,
নিজ হতে পাবে তবে নিত্য মোক্ষধাম।
বিশ্বেশ্বর-পদে কর আত্ম-সমর্পণ,
লভিবে অনন্ত-সুখ সত্য জ্ঞান ধন॥

(স্বগত) এই ত আইনু মণ্ডন ভবনে;
এবে কিরূপে পাঠাই সংবাদ?
কোথাও যে নাহি দেখি কারে!
—একি, দ্বার রুদ্ধ কেন?
তবে বুঝি মনস্কাম না পূরিল হায়!

(দ্বারদেশে গমন ও ছিদ্রস্থান দিয়া ভিতরে দর্শন)

ওঃ বটে—
মিশ্র ঠাকুর বসেছে শ্রাদ্ধেতে!
তা' বেশ,—
এ সময় দেখা হলে আরো ভাল হয়!
কিন্তু কেমনে যাইব হোথা?
একে নহি পরিচিত,
তাহে আমি তাঁর ঘোর বিদ্বেষ ভাজন।
অতএব
কেমনে পূরাই মনোরথ মোর?
ভিতরে যাইতে
ভিন্ন পথ নাহি দেখি আর!
তবে কি করা কর্ত্তব্য এবে? (পরিক্রমণ করত চিন্তা)
না—যেতে হ'লো কোন ও প্রকারে,
মন স্থির নাহি লয়!

(গম্ভীর ভাবে উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যান ও ক্ষণপরে যোগবলে
শূন্যে উত্থানানন্তর ভিতরে প্রবেশ)

সার। (বিস্মিত ভাবে) একি গো সন্ন্যাসী ঠাকুর!
কোথা দিয়া আসিলে হেথায়?
রুদ্ধদ্বার যেমন ছিল তেমনি যে আছে!
স্বতন্ত্র আর ত নাহি কোন পথ।—
কিছু গুণ ভেল্কী জান নাকি তুমি?

(দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক অবলোকন

শঙ্ক। সন্ন্যাসী উপরে
ঈশ্বর সদয় হন এইমাত্র জানি !

মণ্ড। (বিরক্তি ভাবে) কে তুমি হে আইলে হেথায় ?
কাণ্ডজ্ঞান তব নাহি কিহে কিছু ?
সন্ন্যাসী না তুমি ?
গৃহীর আলয়ে তবে কিবা প্রয়োজন ;
মুষ্টি ভিক্ষা চাহ যদি
লয়ে তবে যাও নিজ স্থানে।

শঙ্ক। মহাশয় ! ঈশ্বর কৃপায়——

মণ্ড। (বাধা দিয়া) রেখে দাও বুজ্‌রুকি।
বাপু হে,
পাওনি কি অন্যস্থানে ভণ্ডামী করিতে ?

ব্যাস। (স্বগত) এতদিনে অভীষ্ট মোর হইল পূরণ।
কর্ম্মযোগ-পক্ষপাতী মণ্ডন পণ্ডিত,
হবে এবে পরাজিত জ্ঞানযোগ বলে।
শঙ্কর-অদ্বৈত-বাদ,
একছত্রী হবে মহীতলে ;
বিধিমতে সহায়তা করিব শঙ্করে।
(প্রকাশ্যে) তাওত বটে—
জান এঁ বড় 'কে ও কেটা' নয়,
স্বয়ং মণ্ডন মিশ্র এঁরই আলয়।
কি সাহসে
এ ক্রিয়াকাণ্ড—যাগ যজ্ঞ স্থলে
আসিলে হে সন্ন্যাসী বিরাগী ?
জান তুমি ঘোর শত্রু এঁর ;—
ইনি হন কর্ম্মকাণ্ডে ঘোর পক্ষপাত্রী,
তুমি তার বিপরীত জ্ঞানকাণ্ডবাদী।

শঙ্ক। মহাশয় ! তাহাতে কিবা আসে যায় ?

মণ্ড। বাপু। বাজে কথা ছেড়ে দাও।

ভিক্ষা লয়ে নিজস্থানে যাও!
এই লও—(ভিক্ষা প্রদানোদ্যোগ)

শঙ্ক। মহাশয়।
মুষ্টি ভিক্ষায় মম নাহি প্রয়োজন ;—
অন্য ভিক্ষা মাগি তব কাছে।

মণ্ড। কিবা তাহা বলহ প্রকাশি।

শঙ্ক। বিচার ভিক্ষা!

মণ্ড। ওঃ বুঝেছি! তুমি কি শঙ্করাচার্য্য?

শঙ্ক। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়!

মণ্ড। (কিছু অপ্রতিভ ভাবে)
ভাল ভাল,
বাপু, কিছু করোনাক মনে!
তোমাদ্বারা উপকার হয়েছে অনেক ;
করেছ হে তুমি—দুষ্ট বৌদ্ধের দমন,
এ কারণে দেই ধন্যবাদ!
কিন্তু অন্যপক্ষে
বিস্তর অনিষ্ট তুমি করেছ মোদের।
পৌত্তলিক উপাসনা—
কর্ম্মকাণ্ডে কেন হে বিরোধী তুমি?
বল ত হে—কিবা লাভ আছে তব এতে?

শঙ্ক। মহাশয়!
প্রকৃত ইচ্ছা নহে তাহা মম—
উঠাইতে একেবারে ভক্তি-ক্রিয়া-যোগ।
কিন্তু ইহা অধোশ্রেণী অজ্ঞানের পথ ;
প্রকৃত জ্ঞানীর ইহা নহে হে আশ্রয়!
ভেবে দেখ মনে,
আত্ম তত্ত্বজ্ঞান বিনা কে পায় ঈশ্বর?
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হয় জীব,

আর জ্ঞান-যোগে পায় পরিত্রাণ।
তাই বলি
শুধু ক্রিয়া কর্ম্মে নাহি আছে ফল।
অপক্ষপাতে
ধীর মনে—সূক্ষ্মভাবে কর আলোচনা,
বুঝিতে পারিবে,
আত্মতত্ত্বজ্ঞান কিম্বা মোক্ষলাভ,
প্রেম—ক্রিয়া—জ্ঞান।
এই তিন বিনে নাহি হয় সম্পাদন!
একটি ও হইলে অভাব
কিছু ফল নাহি হবে শেষে।
তারি মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান!
আর এই জ্ঞান হ'লে লাভ
এ ছুটীও আপনি আসিবে!
তাই বলি
তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তি-মোক্ষ-পথ!
বিবেক জ্ঞানের ভিন্ন তর নাম;—
এ বিবেক যতদিন না হয বিকাশ,
ততদিন জীব-আত্মা থাকে বহুদূরে
পূর্ণজ্ঞান অনন্ত হইতে।
মনে কর অজ্ঞান যে জন,
সে কি করিতে পারে ধরম-জগতে?
কিন্তু জেনো স্থির সুনিশ্চয়,
প্রেম—ক্রিয়া—জ্ঞান,
আছে বদ্ধ পরস্পরে সুদৃঢ় সূত্রেতে!
জ্ঞানই সবারি শ্রেষ্ঠ সবারি প্রথম!

মণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড নহে কিছু?
নিতান্ত যে বালকের কথা!
হাসি পায় শুনি এ কাহিনী।

তব এ অসার যুক্তি কভু সত্য নয়!
একান্তই যদি তব বিচারে বাসনা
কিবা পণ বল রাখিবে ইহায় ?
হের হে এখানে
বিরাজিত নারায়ণ বেদব্যাস নিজে।
এখন ও বলি শুন,
ভেবে চিন্তে কর পণ অতি সাবধানে।

শঙ্ক। ব্যাসদেব দরশনে সার্থক জীবন!
হয়েছিল আজি মোর শুভ সুপ্রভাত। (ব্যাসচরণে প্রণাম)
সাক্ষী হোন ব্যাসদেব প্রতিজ্ঞা করিনু,—
যদি হই পরাজিত শাস্ত্রীয় যুক্তিতে,
তাহা হলে জানিও নিশ্চয়,
হইব হে দ্বৈতবাদী কর্ম্মকাণ্ডে রত!
আর যদি মম মত হয় হে প্রধান,
বিজয়ী হই হে যদি ন্যায়-যুক্তি বলে,
তবে বল কিবা পণ রাখিবে ইহাতে ?

মণ্ড। রহিলেন সাক্ষী ব্যাসদেব নারায়ণ,
ভাগ্যদোষে যদি ওহে হই পরাজিত,—
অবশ্য হইব তবে দীক্ষিত নিশ্চয়—
অদ্বৈত মতে তব আর জ্ঞান বাদে।

ব্যাস। সুশিক্ষিতা যিনি শাস্ত্রীয় বিষয়ে,
বেদ বেদান্তে যিনি বিশেষ নিপুণা,
সরস্বতী নামে যিনি সর্ব্বদেশে খ্যাত,
(সারসত্রাণীকে দেখাইয়া শঙ্করের প্রতি)
ইনিই সে মণ্ডল-গৃহিণী—
মধ্যস্থ থাকুন ইনি তোমা উভয়ের;
তাহা হ'লে হ'বে সিদ্ধ মীমাংসা—বিচার।

শঙ্ক। প্রভু উপস্থিতে
সত্য জয়ে নাহিক সংশয় মোর।

সার। অজ্ঞান রমণী আমি,
কিবা সাধ্য আছে মোর মীমাংসা করিতে ?
ব্যাস। হেন কথা না কবেন মাতঃ—
পরম আরাধ্যা তুমি পূজ্যা সবাকার।
মণ্ড। এ অবধি থাক আজ,—
আহারান্তে হইবে বিচার!
আসুন সকলে অন্তঃপুরে মোর।
শ । (স্বগত) ভগবন!
তব সত্যে যেন হই হে সফল!
রেখো দেব তব সত্যের মহিমা!
(সকলের প্রস্থানকালীন আচার্য্যকে লক্ষ করিয়া)

মণ্ডন। (স্বগত)—সংসারী লোকগুলোকে ধরে যেমন 'সং' সাজাও, এইবার তার বিহিত হ'বে; আমার এ চারে তোমায় পড়্‌তেই হবে!

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—কাশ্মীর প্রান্তভাগ।

(মধ্যস্থলে শঙ্করাচার্য্য ও চতুর্দ্দিকে শিষ্যমণ্ডলীর উপবেশনাবস্থায় ভবানীস্তব)

(ভবান্যষ্টকং)

"ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ণ দাতা, ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যা ন ভর্ত্তা।
ন জানামি বিত্তং ন বির্ত্তিমেব, গতিস্ত্বং মতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥১
ন জানামি দানং নচ ধ্যান মানং, ন জানামি তন্ত্রং নচ স্তোত্র মন্ত্রং।
ন জানামি পূজং নচ ন্যাস যোগং গতিস্ত্বং মতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥২
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং ন জানামি ভক্তালয়ং বাল্যমেতৎ।
ন জানানি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতঃ গতিস্ত্বং মতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥৩

কু কর্ম্মা কুরঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ কদাচার লীনঃ কুলাচার হীনঃ।
কু দৃষ্টিঃ কু বাক্যঃ কুদেহ সদাহং গতিস্ত্বং মতিস্ত্বং ত্ব মেকা ভবানী ॥৪
ভবদ্বার ঘোরে মহাদুঃখ ভীত পপাত প্রকামী প্রলোভঃ প্রপঞ্চঃ।
কুমার্গী কুসর্জ্জী কুসাধ্বী কুসঙ্গী গতিস্ত্বং মতিস্ত্বং ত্ব মেকা ভবানী ॥৫
প্রজেশং রমেশং মহেশং দীনেশং, নীশিথে স্বয়ং বা গনেনঃহিমাতঃ।
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে গতিস্ত্বং মতিস্ত্বং ত্ব মেকা ভবানা ॥৬
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে, জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রু মধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদামাং প্রপাহে, গতিস্ত্বং মতিস্ত্বং ত্ব মেকা ভবানী ॥৭
অপুত্রো দরিদ্রো জরাযুক্ত রোগো মহাক্ষীণ দীনঃ সদা জাড্য বক্তা।
বিপত্তি প্রবৃত্তি প্রবন্ধং সদাহং গতিস্ত্বং মতিস্ত্বং ত্ব মেকা ভবানী ॥৮

শঙ্ক। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধের পর)

বড় আনন্দের কথা,
মণ্ডন হয়েছে পরাস্ত বিচারে।
সরস্বতী পত্নী তাঁর,—
তাঁরে জয় করিবার তরে
বিনা কষ্ট ভুঞ্জিয়াছি দারুণ সন্ত্রাসে।
কামশাস্ত্র আলোচনা হেতু—
মৃত রাজদেহে করিয়ে প্রবেশ
সংসারে যাইনু পুনঃ,
রাজনীতি প্রজানীত করিনু পালন।
ছলময়ী সংসার-শৃঙ্খলে
আবদ্ধ হইয়ে
ভুলেছিনু তোমা সব জনে—
ভুলেছিনু স্বউদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি জ্ঞান।
তোমা সবে মোর জীবন আশ্রয়
তেঁই বাঁচিনু এ ঘোর শঙ্কটে।
ও'—এখনও কম্পিত হই সে কথা স্মরণে।
জীবনে এ শিক্ষা কভু না হব বিস্মৃত।
ফল কথা—

কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি না হয়,
এ হেন শরীরী অল্প আছে ধরণাতে।
(ক্ষণপরে) বহুলোক আসিবেক আজি এইস্থানে
অদ্বৈত বাদ করিতে খণ্ডন।
ভগবন! ভরসা তোমার মাত্র;
জানি প্রভু সত্য জয় আছে চিরকাল!

বিষ্ণু। আমাদের পরাজয় নাহবে কখন
ইহা স্থির সুনিশ্চয়!

শঙ্কর। বুদ্ধিমান করেনা উপেক্ষা কিছু সামান্য বলিয়ে
কে পারে বলিতে কিবা হবে কার?
ডাক তবে একমনে সত্য সনাতন
জ্ঞানময় শক্তিদাতা—মঙ্গল-কারণ,
যাহার প্রসাদে মোরা হইব বিজয়ী!
(কিয়ৎক্ষণ সকলের নিস্তব্ধ ভাব)

জ্ঞান। গুরুদেব!
সুপবিত্র ভাস্য গ্রন্থ সম্পূর্ণ কি হোলো?

শঙ্কর। হইয়াছে তাহা গুরুর প্রসাদে।
এবে অদ্বৈতবাদ মীমাংসা
হতেছে রচিত,—
মতামত যাহা মম থাকিবে ইহাতে।
মূল কথা—
নির্গুণ ব্রহ্ম—নিষ্কাম ধর্ম্ম—তত্বজ্ঞান আদি
এই গ্রন্থে হবে বিচারিত।
(কয়েক জন বৌদ্ধের প্রবেশ)
—কে হন আপনা সবে
কি নিমিত্ত হেথা আগমন?

১ম বৌদ্ধ। শুনিলাম বৌদ্ধধর্ম্ম করিতে বিলোপ
তোমার এ দিগ্বিজয়!
অকর্ম্মণ্য মহামূর্খে জিনিয়াছ বলে

সর্ব্বস্থানে হ'বে কি বিজয়ী ?
এ হেন দুরাশা মনে দিওনা হে স্থান।

২য় বৌদ্ধ। এ কেমন কথা!
শুনি—ন্যায়বান ধর্ম্মশীল তুমি,
তবে—মিথ্যা প্রবঞ্চনা জালে জড়ায়ে অজ্ঞানে—
পরধর্ম্মে কেন ওহে কর হস্তক্ষেপ ?
এ নহে মহান-রীতি।

শঙ্কর। ভাল কথা কহিলে তোমরা!
উথিত কৃপাণ যার গলে পড়ে প্রায়,
আত্মরক্ষা করা তার উচিত কি নয় ?
অরিকার্য্য করেছ সাধিত,
আজিও করিছ সবে তোমরা সবাই
সনাতন সত্যধর্ম্ম প্রতি,
যাহা লাগি হাহাকার উঠেছে জগতে,
নাস্তিকতা প্রাদুর্ভাব হয়েছে বর্দ্ধিত,
হেন দুষ্টে করিতে দমন
যদি থাকে কলঙ্ক স্পর্শিয়া,—
সেই পাপ ভুঞ্জিব হে মোরা,

৩য় বৌদ্ধ। (নিজ সঙ্গীদের প্রতি)
অনধিকার চর্চ্চায় বল আছে কিবা ফল ?
ক্ষান্ত হও অতএব করি অনুরোধ!
(শঙ্করের প্রতি) আচার্য্য প্রবর!
করিতে বাসনা করি সত্যের বিচার।

শঙ্কর। সাধুজন কথা ইহা সুসঙ্গত বটে।

পদ্ম। ভাল
কিবা পণ বল রাখিবে ইহাতে ?

৩য় বৌদ্ধ। ন্যায় যুক্তিমতে সিদ্ধান্ত যা হবে,
দুই দলে সেইমতে হইবে দীক্ষিত।

বৌদ্ধগণ। মোদেরও এই অভিপ্রায়।